( ২২ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১০ মাঘ ১২৩৭ )

...হিন্দুকালেজনামক যেবিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিতহওয়াতে সর্ব্বসাধারণের যেউপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের সন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্র লোকের অবিদিত কি আছে কিন্তু চন্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অসুখী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ বিপক্ষতার কি তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারি নাই। কেহ বলেন যে চন্দ্রিকাকার যে সর্ব্বশাস্ত্রে অতিসুপণ্ডিত ইহাই অনেকে জানেন কিন্তু এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যার প্রাচুর্য্য হইয়াছে এরূপ আর কিঞ্চিৎকাল থাকিলে তাঁহার এবং তত্তুল্য অন্যান্য লোকেরদের মানের অন্যথা হইবেক এইহেতুক তিনি আপন এবং আপন অমাত্যগণের মানরক্ষার উপায় পূর্ব্বে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা যে মহাবুদ্ধিমান এবং পরাক্রান্ত ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকারস্থ হইয়াছি তাহাতে কোন বিষয়ে উদ্বেগের বিষয় নাই অতএব উপরের লিখিত কএক বিষয় বিবেচনা করিলে চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে অস্মদ্দেশীয়দিগের উপকারক কিরূপে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্ব্বে কি হিন্দু বালকদিগের কথন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাপিতহওনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কয়েক জন বাঁকা বাবুরা তাঁহারদিগের স্ব২ পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া ধনযৌবন এবং মূর্খতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন২ অবৈধ কর্ম্ম না করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কি২ রূপ অসদ্ব্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাঁকা বাবুদিগের নাম লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাঁকা বাবুরা উক্ত কালেজের নাম কথন কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন কি না আমরা বলিতে পারি না বিশেষতঃ পূর্ব্বে এই রাজধানীতে কএকটা দল হইয়াছিল তদ্বিশেষ। গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্য-হেতুক ভদ্রলোকের সন্তানেরা উপরের লিখিত দলসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন২ অসৎকর্ম্ম না করিয়াছেন এবং কি২ রূপে তাঁহারদিগের পিতৃমাতৃপ্রভৃতি অমাত্যগণদিগকে মনঃপীড়া না দিয়াছেন ইহা কি চন্দ্রিকাকার জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন মহাশয়কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা কি চন্দ্রিকাকার ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্বিত হইয়া অল্পবয়স্ক কালেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে যাঁহারা২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারা কি সকলেই মন্দ সর্ব্বত্র তিন প্রকার মনুষ্য শাস্ত্রে বলেন যথা সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ এ বচনের তাৎপর্য্য কি চন্দ্রিকাকার

মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তণ্ডুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে সুলভ হয় ইহার উপায় চেষ্টা আবশ্যক বটে কিন্তু শস্যাদির সুলভত্ব এবং দুর্লভত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত তবে ভূমিরোপণাদিতে মনুষ্যের কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্যকমাত্র কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যাঃ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপার্জ্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে মহাধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথা বিদ্যারত্নং মহাধনংইত্যাদি অতএব যখন বিদ্যারূপ যে মহারত্ন তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাঁহাকে দেশের ক্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকারহওয়াতে তৎস্থানস্থদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসকরা অত্যাবশ্যক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ বহুশ্রম এবং ব্যয়পূর্ব্বক ইঙ্গরেজী শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা স্বীকার করেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রেরা অল্প দিবসের মধ্যে স্বল্পায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেরূপ পারগ হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপনহওয়াতে কি দোষ। এইক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিধার্ম্মিক ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সদ্বিবেচনার দ্বারা এতদ্দেশে হিন্দু-কালেজপ্রভৃতি কএকটা পাঠশালা স্থাপিতহওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা রীতি আর প্রায় দেখা যায় না বরং হিন্দু বালকেরা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন এবং তদ্দৃষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে।

অপর আমি পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে যাঁহারদিগের দ্বারা চন্দ্রিকাকারের কিঞ্চিৎ২ লভ্য হইয়া থাকে তাঁহারদিগেরি মনোরঞ্জন কথা সর্ব্বদাই লিখিয়া থাকেন ইহাতে চন্দ্রিকাকার উত্তর করিয়াছেন যে চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বারা চন্দ্রিকার মূল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সুতরাং তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন কথা লিখিতে হয়। উত্তর চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বারা তৎপত্রিকার মূল্য যাহা তিনি পাইয়া থাকেন সে লভ্যের প্রতি আমি কোন কথা কহি না। অপর চন্দ্রিকাগ্রাহকমাত্র সকলেই যে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন একথা আমি কিরূপে বলিব যেহেতুক কএক জন সম্ভ্রান্ত এবং জ্ঞানবান চন্দ্রিকাগ্রাহক মহাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ আছে তাঁহারা চন্দ্রিকাপাঠে যত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা আমি জানি আর সকল চন্দ্রিকাগ্রাহক তাঁহার প্রতি তুষ্ট কি না তাহা তিনিও জানেন ব্যক্ত করুন বা না করুন। যদি বলেন চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়েরা যদি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিতেন তবে কেন মূল্য দিয়া চন্দ্রিকা গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর চন্দ্রিকাসম্পাদক ব্রাহ্মণ এই অনুরোধে কেহ২ ঐ কাগজ গ্রহণ করিয়া থাকেন কোন২ ধনি লোকের বাটীতে চন্দ্রিকাকার সর্ব্বদা যাতায়াতকরণপূর্ব্বক নানামতে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে সর্ব্বদাই সমর্থ হন এ নিমিত্তে চন্দ্রিকার মূল্যোপলক্ষে তাঁহাকে মাসিক কিঞ্চিৎ২ দিয়া থাকেন এবং তদ্ভিন্ন মধ্যে২ প্রকারান্তরেতেও তাঁহার উপকার করিয়া থাকেন। এ দেশের ধনি লোকদিগের মধ্যে অনেকে অনুগতপ্রতিপালক হয়েন

বিশেষতঃ অনুগত ব্রাহ্মণের প্রতি কেহ২ বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ২ বলেন যে ধনি হিন্দুরদিগের মধ্যে কবিতাভক্ত কেহ২ আছেন পূর্ব্ব হরু ঠাকুরনামক এক ব্রাহ্মণ কবিতাবিষয়ে বড় খ্যাত ছিলেন তাঁহার নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং পূর্ব্বকালীন ধনাঢ্য হিন্দুরা উক্ত ঠাকুরের কবিতা শ্রবণামোদে সর্ব্বদা আমোদিত থাকিতেন এবং তদ্বিষয়ে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। উক্ত হরু ঠাকুরের মৃত্যুহওয়াতে বর্ত্তমান কবিতাভক্ত মহাশয়েরা যে শোক পাইয়াছেন যদিস্যাৎ সে শোকের সম্যকপ্রকারে নিবারণহওয়া কঠিন কিন্তু চন্দ্রিকা-পাঠে তাহার অনেক নিবারণ হয় এইহেতুক কেহ২ চন্দ্রিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক লিখিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক।···

( ১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ )

বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।—শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতির অধীন এপ্রদেশে অর্থাৎ সুবে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু ৯ নয় কোটি লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতা নগরে অনুমান তাহার সহস্রাংশের একাংশ হইবেক। ৪।৫ পাঁচ শত বালক হিন্দুকালেজ এবং অন্যান্য ও মিসিনরিদিগের পাঠশালায় ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪০ জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাতেই কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং যাঁহারা এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত আছেন তাঁহারদিগের আশালতা কদাচ ফলবতী হইবেক না কেননা ইহা অতি যথার্থ ধর্ম্ম তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিসিনরি মহাশয়েরা প্রায় ত্রিশ বৎসরাধিক হইবেক হিন্দুর ধর্ম্মলোপের যত্ন করিতেছেন এপর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব আমরা এমত মনে করি না যে এ ধর্ম্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধ্য আছে তবে যে বারম্বার এ বিষয় লিখিয়া দুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ এই যে যদি গোপনে কোন বালক অখাদ্যাদি খায় সেই বালক ঘরে গিয়া পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক এবং হিন্দুর খাদ্যাদিদোষে জাতিপাত হইলে পুনর্ব্বার তাহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারিবেক না আর যাহার সন্তানের এতাদৃশ দশা ঘটিবেক তাহার দুঃখের সীমা নাই যেহেতুক পুত্র জীবিত থাকিতে বোধ করিতে হইবেক যে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে কেননা তাহাকে সংসারে রাখিতে পারিবেন না এবং পরে জলপিণ্ডস্থলও মনে করিতে পারিবেন না ইত্যাদি কারণ-বশতঃ যত্ন করিতেছি রাজা মনোযোগ করিয়া ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরন্তু ধার্ম্মিক রাজার এমত মানস নহে যে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নতুবা হিন্দুসমূহ মধ্যেও অনেক মুসলমান ইঙ্গরেজইত্যাদি কি বাস করিতেছেন না আমরা বরঞ্চ এমত বিবেচনা করিব যে কএক জন পাতি ফিরিঙ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম্ম লোপেচ্ছুকদিগকে জ্ঞাত

করিতেছি যে তাঁহারা এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় না হইলে কেবল হাস্তাস্পদের পাত্র হইবেন মাত্র।—সং চং।

এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে২ অন্ত কোন চর্চ্চাপেক্ষা যেকএক জন নাস্তিক হইয়াছে ইহার দিগের কথোপ কথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রায় প্রতি দিন এই কথা হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্ম্ম কর্ম্ম আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব্ব দেশ সর্ব্ব জাতির উপর নহে কেননা এমত বুঝা যায় না যেঅমুক ইংরাজ হিন্দুহইতে বাঞ্ছা করিয়াছেন এবং হিন্দুর কি মোছলমানের ন্যায় পোসাক পরিচ্ছদ করণ পূর্ব্বক আপনি সুখ বোধ করেন অথবা যিনি২ বাঙ্গালা পার্সি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা পরস্পর এতদ্দেশীয় ভাষায় কথোপ কথন করেন কি পত্রাদি লেখেন এতদ্দেশীয় ভাষাদি যাহা যিনি জ্ঞাত আছেন বিষয় নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজন বশতঃ ব্যবহার করেন মাত্র অতএব কালবশতঃ ইহা হইয়াছে এমত সংপূর্ণ স্বীকার করিতে পারিনা। এতদ্দেশীয় দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা ভাল শিক্ষা করিয়াছে তাহারা প্রায় পরস্পর ইংরাজী ভাষা ভিন্ন পত্রাদি লেখে না এবং ইংরাজী কথা কহিতে পাইলে বাঙ্গালা বাক্য ব্যবহার করেনা ইহার দিগের বাঞ্ছা এমনি হইয়াছে যে ঐ প্রকার পোসাক পরে তাহা পারেনা ইহার কারণ আমি বিবেচনা করি সুন্দর দেখায়না অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকের দিগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন তাঁহারদিগের ন্যায় পোসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গি দেখায় দ্বিতীয় সেই পোসাক সহিত নিজ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অন্ত লোক দেখিয়া মনে করিবেক যে একজন মেটেফিরিঙ্গি ইহাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ইত্যাদি দোষে সেই বেশ আবকল করিতে পারেনা কিন্তু ইহার দিগের ইচ্ছা বটে তাহা করে ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ করিয়া কোন মহাশয় উত্তর করিলেন যে ইহারা যদি সাহেব লোকের সঙ্গে খানা খায় তবে সেই বর্ণ হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণশব্দের অর্থাৎ জাতি ইংরাজের খাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্বেতা শ্বেত ইত্যাদিবর্ণ ৺ইচ্ছায় কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে যদি বল সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত কদাচ হয় ইহা হইতে পারে কিন্তু শরীরের মধ্যে যদি মুখ খানি শ্বেত হইয়া উঠে তবেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত মুখ খানি সকলকে দেখাইবে এবং তাহার কালা মুখ ঘুচিবেক ইহা শ্রবণে এক ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ শ্বেত না হয় কিয়দংশ হইয়া উঠে তবে কি হইবেক তাহা দেখিলে লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক এবং তিনি সে পোড়ার মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবেন না ইত্যাদি বাক্যে কোন২

স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অর্থাৎ প্রাচীন বা প্রবীণ লোক সকল ভাবি দুঃখ বিবেচনা করিতেছেন—

পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন লোকের বিষয় কর্ম্মের এবং অন্যান্য সুখ ইচ্ছা রাগ রঙ্গাদির চেষ্টা সম্প্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ সংসারেই অসুখের সম্বাদ পাওয়া যায় ইহাতে ঐ নাস্তিক পশু দিগের সংবাদে এমনি বোধ হয় যেমন অস্ত্রাঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত করা হয় এক্ষণে এই বিষয়ের গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জ্বালা নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ব্ববৎ জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপন২ আচার ব্যবহার ধর্ম্ম যাজন না করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই ঐ ব্যলীকেরা তৎ পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিম্ভন হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহবা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসী মালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা হরি বোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করণ পূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক ব্যাটার দিগের তামাসা দেখুন। [ সমাচার চন্দ্রিকা, ৯ মে ১৮৩১ ]

( ১৪ মে ১৮৩১ । ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ )

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেষু।—কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতার এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনানন্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্ব্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড্ মার্ণিং ম্যডম্ ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারি করে্য তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি এক ঘরে্য হইয়াছি ধর্ম্মসভায় যাইতে পারি না এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে

কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গো বাঙ্গালী বড় মানুষের গুণের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি ঘরের টাকা দিয়া কেমন তাবল্লোকের পরকাল টণ্টনে করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ কালীকিঙ্করস্য।—সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর ]

( ১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮ )

হিন্দুকালেজ।—মেষ্টর ডেমস্লের [D'Anselme] সাহেব যিনি অতিখ্যাতাপন্ন বিদ্বান এবং প্রায় আরম্ভাবধি প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষকদিগের সুরীতিক্রমে বিদায় প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে মেষ্টর ইস্পিলিট্ [ Mr. Speed ] সাহেবকে মেম্বর মহাশয়রা নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর চতুর্থ ক্লাসের নিমিত্ত মেষ্টর গ্রেব সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্ত্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ করো ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ করো জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা মহিবটানা ফিরিঙ্গির ছেলেদের ন্যায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জ্বলে যায় অতএব মেম্বর মহাশয়রা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত কুরীতির পরিবর্ত্তে সুনীতিগুলীন সংস্থাপন করিলে বড় ভাল হয় যদ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের সুরীতির শাসন উল্লঙ্ঘন করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজহইতে বাহির করিয়া দেন এই এইরূপ দৃঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদিগের প্রতি নিয়োগ করিয়া দেখুন দেখি কিপর্য্যন্ত কালেজের শ্রীবৃদ্ধি হয় আপনারাও যেমন কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া বালকদিগের বিদ্যা প্রদান করিতেছেন আমরাও সেই বালকদিগের ঐহিক ও পারত্রিক নিস্তার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি এবং তজ্জন্য যে সদুপায় প্রকাশ করিলাম তাহাতে মেম্বর মহাশয়েরা রাগভাগ ত্যাগ করিয়া সুরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক।—সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর ]

( ৬ জুলাই ১৮৩৩। ২৪ আষাঢ় ১২৪০ )

পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশ মহাশয়। প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদং। আমি শুনিয়াছিলাম ইঙ্গলণ্ডাধিপতির রাজ্যাধিকারে অবিচার হয় না পরে আমার

জ্ঞানোদয়াবধি যেং বিষয় অনুভূত আছি তদ্দ্বারাও বোধ জন্মিয়াছিল রাজার স্বজাতি মন্ত্রিবর্গও রাজতুল্য সুবিচারক বটেন কিন্তু সংপ্রতি কএক বৎসরাবধি নানা বিষয়ে মন্ত্রিবর্গের অমনোযোগে দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজা প্রজাপালনার্থ রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন ইহা দেদীপ্যমান তথাচ রাজ্যে অরাজকতুল্য বোধ হইতেছে যেহেতুক অরাজকে স্ত্রী স্বামির বশীভূতা থাকে না পুত্র পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে ধার্ম্মিকের সন্তান কুল ধর্ম্ম ত্যাগে রত হয় সবল দুর্ব্বলকে প্রহার করে দস্যুভয়ে সকলে ভীত হয় মিথ্যা প্রবঞ্চনার অত্যন্ত বাহুল্য হয় ধনি সকল নির্ধন হইয়া যায় অন্নচিন্তায় লোক সর্ব্বদা হাহাকার রব করে ইত্যাদি বিবিধ বিপদ্ অরাজকে হইয়া থাকে এক্ষণে প্রায় তাহাই ঘটিতেছে উক্ত ব্যাপারের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতেছে সংপ্রতি মদীয় অবস্থা অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক। আমি আপন পুত্রকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসার্থ হিন্দুকালেজে সমর্পণ করিয়াছিলাম ঐ সন্তান চতুর্থ শ্রেণীপর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিলে পর আমার বোধ হইল ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে এজন্য ঐ কালেজে যাইতে নিষেধ করিলাম যেহেতুক শুনিয়াছি কালেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিলে সে বালক নাস্তিক হয় এই শঙ্কায় পাঠ রহিত করাইবাতে বালক বিদ্যার্থী হইয়া নানা স্থানে গমনকরত কোন মিসিনরির সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে তিনি মির্জাপুরের স্কুলে তাহাকে কএক মাস ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন আমার জ্ঞান বালক কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকে কোন্‌স্থানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার বিশেষ কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম মিসিনরি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে তৎপরে আপন ভবনে আনিয়া আটক করিলাম কিঞ্চিৎকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপকৃষ্ট কৃষ্টা বান্দা-নামক পাতিফিরিঙ্গি এক জন গত স্নানযাত্রার দিবসে আমার বনগুলির বাটীতে যাইয়া ঐ চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়া বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইল বালক শিক্ষকের বশীভূত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে গেলে তৎকালে আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল না কিন্তু যখন কলিকাতাভিমুখে বগী চালাইতে লাগিল তখন বালক চীৎকার ধ্বনি করিয়া গ্রামের লোককে কহিল তোমরা আমার পিতাকে সম্বাদ দিবা আমাকে কেষ্টা বান্দা ধরিয়া লইয়া যায় তৎপরে কএক দিবস আমি তত্ত্বকরত ঐ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া বাটীমধ্যে প্রবিষ্টহওনের চেষ্টা করিলাম কোনমতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পোলীসে নালিস করিলাম মাজিষ্ট্রেটসাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না ফলতঃ আমার বালককে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন না ঐ বালক মিসিনরিরদিগকে গৃহে আটক থাকাতে সুতরাং কিছুকাল পরেই অখাদ্য খাইবেক অস্মদাদির অনুপাস্য উপাসনা করিবেক ইহাতে আমার জাতি প্রাণ হানি হইল অতএব যে রাজার অধিকারে জাতি প্রাণ ধর্ম্ম মান সকল যায় সেখানে বাস করিয়া অবশ্যই কহিতে হয় অরাজক হইয়াছে।

এতদর্থ অস্মদ্দেশীয় হিন্দু ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি মিসিনরি

এতন্নগরমধ্যে অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে ইহারা পূর্ব্বে কেবল রাস্তায় ঘাটে কেতাব পাঠে লোক জমায়ত করিত তাহাতে তাহারদিগের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এক্ষণে বলপ্রকাশপূর্ব্বক বালক ধরিয়া লইয়া যায় এই প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছে হাকিমের নিকট নালিশ করিলে মিসিনরিদিগের উপর কোন হুকুম জারী হয় না অতএব সকলে সাবধান হও আপন২ বালক যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তাদৃশ কোন পাঠশালায় পাঠাইব না আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে সেই সকল বালকের জননী বাছা২ বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বড়বাজারনিবাসি নীলমণি নন্দির একটি পুত্রকে ঐ মত কুষ্টাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটীহইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় আর কলিঙ্গা নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুত্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টিয়ান্ করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির এক পুত্র অপর কালু ঘোষনামে আর এক গরীব কায়স্থের পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান্ করিয়াছে আর২ নাম আমার স্মরণ হইল না ইহাই বিবেচনা করিয়া হিন্দু মহাশয়রা বিহিত করিবেন মিসিনরিদমনের উপায় থাকে তাহার চেষ্টা করুন না হয় আপনারা সাবধান থাকুন রাজা সত্বে ভাগ্যহেতু অরাজকের ন্যায় অবিচার হইতেছে ইহার পরে আর কি হয় তাহা বলা যায় না অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি ১০ আষাঢ়। পুত্রশোকে কাতরস্য।—চন্দ্রিকা।

( ২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮ )

আমরা শুনিতেছি এই বৎসরে শ্রীশ্রী৺শারদীয় মহাপূজার পূর্ব্বে যে২ ভাগ্যবন্ত শান্ত দান্ত মহাশয়েরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বার্ষিক দিয়া থাকেন তাঁহারা সংপ্রতি অতি সতর্ক হইয়া দিতেছেন যেহেতু নিয়ম হইয়াছে সতীর বিপক্ষদিগের দান যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে দিবেন না। এক্ষণে শুনিতে পাই উলা ও বাঁশবেড়িয়া সমাজের চারি পাঁচ জন অধ্যাপক শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট আসিয়া কহিয়াছেন আমরা সতীর বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহাতে যাহা উচিত তাহা করুন এবং এমত প্রতিজ্ঞাও করিতেছি তাদৃশ দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমারদিগের চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহা দিয়া মান রক্ষা করুন্। রাজা বাহাদুর ঐ মহাশয়দিগের বিষয় আপন সভাপণ্ডিতের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার শেষ কি হইয়াছে অবগত হইতে পারিলে অবগত করাইতে ক্রটি করিব না।

আমরা অবগত হইলাম কৈবলা প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রেরা পৈতৃক বার্ষিক দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্ম পালা মত করিয়া থাকেন। এবৎসর শ্রীশ্রী৺শারদীয় পূজা শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পূজা পূর্ব্বরীত্যনুসারে সুসম্পন্না করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে

তাহারা ইস্ মিস্ ঠিস্ শিক্ষিয়া কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুত্তলা অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্তু কএক জন ছোঁড়া উক্ত বাবুহইতে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিক্ষিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক।

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমরা অনুমান করি তাঁহার তুল্য অত্যল্প বাঙ্গালি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায়। তিনি কি শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবাদি করেন না। নাস্তিক নরাধমেরা তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখিয়া আসুক শ্রীশ্রী৺অম্বিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে।

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্রসম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্যে শ্রীযুত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু তিনি রিফারমরনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং ঐ পত্রেও মধ্যে২ দেব দেবীর পূজার দ্বেষসম্বলিত প্রেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব সে সকল পত্রলেখক এবং কচি২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা ঐ সেনজর বাটীতে গিয়া মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক। এবং সেনজ সপরিবারে কিপ্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা অবশ্যই কহিবেন ধন্যোঽহংকৃত কৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম। আগতাসি সদা দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং ইত্যাদি।

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইহার সর্ব্বদা গমনাগমন আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটীতে ৺দুর্গোৎসব ৺শ্যামাপূজা ৺জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। উক্ত বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎসবে তাঁহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন

কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্ব্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখা শুনা গিয়াছে।—চন্দ্রিকা।

( ৪ ডিসেম্বর ১৮৩০। ২০ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ )

ব্রাহ্মণাদির বিবাহ।—দর্পণপত্রের স্থানান্তরে অবিবাহিত ব্রাহ্মণস্য ইতিস্বাক্ষরিত যে এক পত্র দৃষ্ট হইবে তন্মধ্যে লিখিত বিষয়ে পাঠকবর্গের বিশেষ মনোযোগ আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় ব্যবহার বিষয়ে যাঁহারদিগের প্রজ্ঞতা আছে তাঁহারা তল্লিখিত বিষয়ক সত্যতার কিছু সন্দেহ করিবেন না। এতদ্দেশে বিবাহবিষয়ক প্রচলিত রীতিক্রমে যাদৃশ দুঃখ ঘটিতেছে তাদৃশ দুঃখ যে অপর কোন বিষয়ে সম্ভবে এমত বোধ হয় না। শ্রুত আছি যে ছয় শত বৎসর হইল গৌড়ীয় রাজা বল্লালসেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের গুণ ও কীর্ত্ত্যনুসারে তত্তদ্বংশ গত নানা বিভেদ করেন এবং ষট্‌কর্ম্মশালিত্বাদি গুণ যে ব্রাহ্মণেরদের ছিল তাঁহারদিগকে কুলীন বলিয়া স্বজাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ করেন এবং যাঁহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল তাঁহারদিগকে নীচ২ মর্য্যাদা শ্রেণিতে নিবদ্ধ করেন এবং এই সকল নিয়ম রাজকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে ব্যবস্থার ন্যায় দৃঢ় হইল। কিন্তু ঐ বল্লালসেনকৃত নির্দ্ধারিত বিষয়ের এই এক নিয়ম ছিল যে ঐ মর্য্যাদা পুরুষানুক্রমে চলিবে ইহাতে এই ফল হইল যে কৌলীন্য পদ যে গুণেতে প্রাপ্ত হইলেন তাঁহারদের ইদানীং তত্তৎ গুণ লোপ হইয়াও তাদৃশ পদ থাকিল। ইহার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে অন্য২ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে যত পণ্ডিত আছেন তাহার তুরীয়াংশ পণ্ডিতও কুলীনেরদের মধ্যে প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন এতদ্বিষয়ে বল্লালসেন আজ্ঞা করিলেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি কিন্তু বহুকালাবধি ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ করিতেছেন এবং অপরের মধ্যেও যাঁহার কুলীন জামাতা তিনি বংশের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রমবিশিষ্ট হন বাস্তবিক সকলেরি তদ্বিষয়ক অত্যন্ত চেষ্টা ও তাহাতে মর্য্যাদার বৃদ্ধি হয়। অতএব কুলীন পাত্রেরদের প্রতি এমত অনুরাগপ্রযুক্ত ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলহইতে কন্যা গ্রহণ করাতে স্বীয়২ মর্য্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন। এবং ব্রাহ্মণাদির ব্যবস্থানুসারে অনেক বিবাহ করা যায় এইপ্রযুক্ত তাঁহারা কেহ ১০ বা ২০ বা ৩০ বা ৪০ বা ৫০ বিবাহ করেন এবং তাবদ্দেশ ভ্রমণ করত যে স্থানে কন্যা গ্রহণ করাতে অধিক টাকা প্রাপ্ত হন সেই স্থানে তাদৃশ বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য স্বীয়২ পিতৃ গৃহে থাকে স্বামী কেবল কথন২ তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকবারে সাক্ষাৎ করাতেই টাকা দাওয়া করেন।

অপর ঐ উক্ত ব্যবহারেতে এই ফল জন্মে যে কুলীনেরদের নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ করণেতে অধিক লাভ হইতেছে কিন্তু কুলীনভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ করিতে অনেক

টাকা দিতে হয় এবং ঐ বিবাহ করণেতে তাঁহারদের তিন চারি পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত কর্জ্জ করিবার আবশ্যক হওয়াতে তাঁহারা বহুকালপর্য্যন্ত ঐ কর্জ্জের সুদ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্লেশ উত্তরই জন্মে।

এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকের সুখ বিরোধী এবং হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্ত্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পারে। এবং এই কুব্যবহার যদি একেবারে লুপ্ত হয় তবে তাবৎ ব্রাহ্মণেরদের যেমত উপকার জন্মে বোধ হয় যে ঐহিক অন্য কোন বিষয়ে তাদৃশ উপকার প্রায় দৃষ্ট হয় না।

এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা উক্ত বর্ত্তমান ব্যবহারেতে যে অহুপকার ও অদরুপকার যে উপায়েতে নিবৃত্তি হইতে পারে ইহার এক দরখাস্ত যদি গবর্ণমেণ্টে প্রদান করেন তবে ঐ দরখাস্ত যে তথায় সুগ্রাহ্য হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।

✓ যদ্যপি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট প্রজারদিগের দুঃখ রহিত ও সুখের বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্কা যে উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎপাটনকরা অসাধ্য এবং আমারদের বোধ হয় যে এতদ্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে তাহা লিপি বাহুল্যপ্রযুক্ত এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয় বর্ত্তমান ব্যবহারের প্রতীকারের যে উপায় স্থির করিয়াছেন তাহার যদি এক পাণ্ডুলেখ্য আমারদিগকে দর্শান তবে তদ্বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে পারা যায়।

( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭ ) .

বহুগুণান্বিত শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু। এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের অত্যন্তপযুক্ত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধরূপে প্রাধান্য থাকাতে দেশের প্রতুল নাই উক্ত বিষয় রাজশাসনাভাবে প্রায় এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকেরি পক্ষে অমঙ্গলদায়ক হইয়াছে বিশেষতঃ যাহারা যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণ তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন তাহা লিখিয়া কত জানাইব। কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহহওয়া অতিদুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যয়ভিন্ন তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না সুতরাং যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের বিবাহহওয়া ভার বত শত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০।৪০।৫০ বা ততোধিক বৎসরবয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপে শোকে জরজর থরথর এবং মরমর হইয়া

রহিয়াছেন তাঁহারদিগের একাটামোতো আইবড় নাম ঘুচে কি না বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই রীতি আছে যে তাঁহারদিগের ঘরের কন্যা সন্তানদিগের বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কাহারো সহিত দেন নাই ইহাতে তাঁহারদিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় যেং কন্যাকে তাঁহারা পাত্রস্থা করেন ঐ২ কন্যার এবং সন্তানসন্ততি এবং তাহার স্বামীপ্রভৃতির ভরণপোষণ কন্যাকর্ত্তাকে আপন জীবদ্দশাপর্য্যন্ত ষোড়শোপচারে করিতে হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে যিনি যখন বাতি দিতে থাকেন তাঁহাকে তাহার আপন ভরণপোষণের ন্যূনতা করিয়াও উক্ত কুলীন মহাশয়ের ভরণপোষণ যথাসাধ্যক্রমে করিতে হয় তদ্ভিন্ন উক্ত ব্যক্তির ঔরসে যে২ কন্যাসন্তান জন্মিবেক তাহারদিগেরও বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সহিত দিতে হয় এবং পূর্ব্বরীতিক্রমে ঐ২ কন্যাসন্তানদিগের সম্পর্কীয় সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ পুরুষানুক্রমে করিতে হয় অর্থাৎ যাঁহারা প্রতিপুরুষে আপন২ বংশের কন্যাসন্তানদিগকে কুলীন পাত্রস্থা করিয়াছেন পুরুষানুক্রমে তাঁহারদিগকে ঐ দাঁড়া বলবৎ রাখিতে যদি হয় ইহাতে কেহ আপন অসঙ্গতিপ্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণবশতঃ ত্রুটি করে তবে তাহাকে সকলে নিন্দা করেন এবং কুলাঙ্গার কহেন সুতরাং দশের নিন্দাভয়ে যোত্রহীনবিশিষ্ট বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা অন্তর২ সহস্র২ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত আপদের বোঝা ঘাড়ে করিয়া লয়েন। উক্ত কুলীন প্রাধান্য এতদ্দেশীয়দিগের নির্দ্ধনহওনের এক বলবৎ কারণ যদিস্যাৎ তাঁহারদিগের ধননাশের প্রতি অন্যান্য২ কএক কারণ আছে কিন্তু তন্মধ্যে ইহা যে এক প্রধান কারণ ইহা অবশ্য বলিতে হইবেক বিশেষতঃ যাঁহারদিগের কুলমর্য্যাদা আছে তাঁহারা বা তাঁহারদিগের সন্তানেরা অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করণে উৎসাহান্বিত হন না কারণ তাঁহারা জানেন যে কোন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণেরা নানা গুণে গুণবান হইলেও জাত্যংশ বিষয়ে তাঁহারদিগের তুল্য মান্য কদাচ হইতে পারিবেন না অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিরা অর্থ ব্যয়ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না এবং আপন২ দারাদি পরিবারের ভরণপোষণের ভার হইতে ও তাঁহারদিগের ন্যায় মুক্তহস্ত হইতে পারিবেন না। যদিস্যাৎ কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বা তাঁহারদিগের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ এইক্ষণে কিঞ্চিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্তু তাঁহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যাসে দেশের কুশল নাই যেহেতুক তাঁহারা বয়স্থ হইলে আপন২ পৈতৃক কুলমর্য্যাদাকে এক লভ্যজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহঙ্কৃত হয়েন এবং অহঙ্কারের যে দোষ তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে যাহা হউক নবগুণবিশিষ্টব কুলীন অর্থাৎ আচারো বিনয়োবিদ্যাইত্যাদি নয় গুণ কৌলীন্যের প্রসিদ্ধ লক্ষণ কিন্তু এইক্ষণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায় তন্মধ্যে অনেকে উক্ত নবগুণ বর্জ্জিত বরং তাঁহারদিগকে নির্গুণ চূড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুরপ্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত

হইয়া রাত্রিযানে রাগভরে আপন২ পত্নীর সহ শয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতিসাবধানপূর্ব্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে কোন২ কুলীন মহাশয়েরা রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটীহইতে স্ব২ পত্নীকে আপন২ গৃহে আনয়নপূর্ব্বক ঐ২ কন্যার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আপনারা মজা মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্যারদিগকে নানামতে ক্লেশ দিয়াছেন পরে ঐ অভাগা কন্যারদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাতৃপ্রভৃতিরা ঐ কন্যার ধড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্বৎসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে অর্থ দানদ্বারা এবং নানা স্তব বিনয়দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া চিকিৎসাদিদ্বারা উক্ত কন্যারদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্তসময়ে উক্ত কুলীন পাত্রস্থা কন্যাসন্তানদিগের তত্ত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতিদ্বারা না হয় সে স্থলে ঐ অভাগা কন্যাসন্তানাদির জীবনাবসানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়েরা আপন২ স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম্ম জানেন যে তাঁহারদিগের পীড়িতাবস্থাতে ও তাঁহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা করেননা এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন২ কৌলীন্যের হানিকারক জানেন…।

( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭ )

কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যে এবং অহিতাচরণপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় যোত্রহীন শ্রোত্রিয় বা কুলভ্রান্ত বংশজ ব্রাহ্মণেরা যে কিপর্য্যন্ত দুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি নাই সে সমস্ত কথা মনে উপস্থিত হইলে কেবল নয়নবারিধারা অনিবার্য্যরূপে পতিত হয় কুলীন মহাশয়েরা পূর্ব্বের লিখিত সমস্ত অহিতাচরণ করিয়াও সাধারণের নিকট দোষী নহেন যেহেতুক তাঁহারা কুলীন কিন্তু অন্য লোকেরা যদি ঐ প্রকারে দোষবিশিষ্ট হন এবং সে বিষয় বিচারকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হয় তবে তাঁহারা সাধারণ দস্যুর ন্যায় দণ্ডনীয় হইতে পারেন উক্ত কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষের বংশাবলিজ্ঞাত স্তুতিপাটক ঘটকনামে খ্যাত কতকগুলিন ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা যাচ্ঞাকরত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন। এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের নিকটহইতে কিঞ্চিৎ২ গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু যখন কোন ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহোপস্থিত হয় তৎকালে যদি উক্ত ঘটকেরা ঐ বিবাহের সম্বাদ জানিতে পারেন তবে বিবাহের নির্ণীত রাত্রিতে তাঁহারা আপন২ দলবল সমভিব্যাহারে উক্ত কন্যাকর্ত্তার বাটীতে আসিয়া উপনিত হন এবং যত ঘটক ঐ রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হন সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থদানদ্বারা তুষ্ট করা কন্যাকর্ত্তার অতিকর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তা আপন২ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক রাখিয়াও সমাগত ঘটকইত্যাদিকে যথাসাধ্য তুষ্ট করিয়া থাকেন এরূপে অনেকের ধনক্ষয় হইয়াছে

এবং হইতেছে অনেককাল পূর্ব্বে কলিকাতানিবাসি এক জন অতি সম্ভ্রান্ত লোক আপন কন্যার বিবাহামোদে আমোদিত হইয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একেবারে নির্দ্ধন হইলেন এবং তৎপরে তাঁহার মনে এতদ্রূপ বিবেক উপস্থিত হইল যে তিনি আপন ভদ্রাসন বাটী এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য আপন কুলীন জামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া এককালে এ দেশ ত্যাগ করিয়া অতিদূর দেশে গিয়া দরিদ্রলোকের ন্যায় বাস করিলেন অদ্যাপি তিনি সেই স্থানে একাকী বাস করিয়া জীবিত আছেন। কএক মাস পূর্ব্বে চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর হালদার মহাশয়ও আপন কন্যার বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন জিলা চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতি বড়িস্থানিবাসি শ্রীযুত সাবর্ণ চৌধুরি গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা এবং জিলা হুগলির অন্তঃপাতি শ্রীবরাহ গ্রামবাসি শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পুরুষানুক্রমে কুলক্রিয়া করিয়া আসিতেছেন যদিস্যাৎ তাঁহারদিগের মধ্যে এইক্ষণে অনেকে ধনহীন হইয়াছেন তথাপি কুলক্রিয়া যে তাঁহারদিগের কুলকর্ম্ম তাহাহইতে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না স্মতরাং সহস্র২ প্রকার উৎপাত স্বীকার করিয়াও আপন২ কুলকর্ম্ম বজবৎ রাখিতেছেন। যাহা হউক যদি এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় অজ্ঞান প্রজাগণের প্রতি সানুকূল হইয়া কুলীন মহাশয়দিগের অত্যনুপযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং অসহ্য যে গর্ব্ব আছে তাহা খর্ব্ব করেন অর্থাৎ তাঁহারদিগের যে যে অন্যায় প্রাধান্য আছে তাহা এককালে রহিতের আইন জারী করেন এবং ঐ আইনে এই রূপ বিধান থাকে যে উক্ত কুলীনেরা শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় আপন২ স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারের ভরণপোষণবিষয়ে কোন ত্রুটি করিতে না পারেন তবে এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে মহোপকার হয় এবং সকলে আপন২ পরিবার প্রতিপালনহেতুক এবং সম্মানাশয়ে নানা বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন স্মতরাং বিদ্যার প্রাচুর্য্য সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে এবং বিদ্যার প্রাচুর্য্য হইলে দেশের যে কিপর্য্যন্ত মঙ্গলের সম্ভাবনা তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে। যদি কেহ বলেন গবর্ণমেন্ট কুলীনদিগের প্রাধান্য রহিতের কোন আইন প্রচলিত করিলে এতদ্দেশীয় অনেক মান্য লোকেরা মনঃপীড়া পাইবেন। উত্তর এতদ্রূপ মনঃপীড়াতে গবর্ণমেন্টকে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেহেতুক সান্নিপাতিক রোগী সদা সর্ব্বক্ষণ জল পান করিতে চাহে কিন্তু যেপর্য্যন্ত তাহাকে ঐ রোগ ত্যাগ না করে সেপর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ তাহার এতদ্রূপ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন না তৎপ্রযুক্ত উক্ত রোগী আপন চিকিৎসকের প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটু উক্তি করে কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি হয় না এ বিষয়ও তদ্রূপ জানিবেন এক্ষণে কুলীন মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের স্ববিনয়ে এই নিবেদন যে এতৎপত্র দর্পণে প্রকাশিত হইলে তাঁহারা আমারদিগের প্রতি ক্রোধ না করেন যেহেতুক তাঁহারদিগের এবং এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকের ভবিষ্যৎ সুখবৃদ্ধির নিমিত্তে আমরা এত যতন এবং শ্রম করিতেছি ইহা তাঁহারা এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন না কিন্তু পরে ইহা তাঁহারদিগের বোধগম্য অবশ্য

হইবেক কিমধিকং বিজ্ঞবরেষিতি তাং ৫ ফেব্রুআরি ১৮৩১ সাল।—কস্যচিৎ হিতৈষি জনস্য।

( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭ )

শ্রীযুত কৌমুদীসম্পাদকেষু।—এদেশে শুনিতে পাই যে কলিকাতা নগরের অনেকেরই সংপ্রতি এই ইচ্ছা হইয়াছে যে কুলীনেরদের মর্য্যাদার হানি না হয় অথচ অধিক বিবাহ করিতে সক্ষম না হন ইহাতে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক তন্নিয়মে আমরা যে যাতনা ভোগ করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়া জানাইতেছি আমার পিতা স্বকৃতভঙ্গ ছিলেন এবং বাল্যকালাবধি প্রায় চল্লিশ সংসার করিয়া থাকিবেন তাঁহার নিজের বাসগৃহ থাকে নাই মাতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশুরের ভবনে ও পথপর্য্যটনে কাল গত হইয়াছে কোন শ্বশুর গৃহে চারি পাঁচ বৎসর পরে দুই তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন কোন স্থানে বা দশ বৎসরের মধ্যে এক বার গমনেও মহাত্যক্ত হইতেন আমার মাতামহ গৃহ হইতে পিতার জন্মভূমি প্রায় দুই শত ক্রোশ অন্তরে হইবেক সুতরাং এদেশে যেরূপ শীঘ্র২ আসিতেন তাহা কোন জন না জানিতে পারিবেন আমার মাতামহ তাঁহাকে দেশহইতে আনিয়া আমার মাতার সহিত এবং আমার আর চারি মাতৃসহোদরাসহ বিবাহ দিয়াছিলেন শুনি যে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও দুই মাতৃস্বসার একং কন্যা হইয়াছিল আমরা যখন দশ বার বৎসরবয়স্ক হইলাম সে কালপর্য্যন্ত পিতা অথবা বিমাতা পুত্র কোন তত্ত্ব করিতেন না কিন্তু যখন তাঁহারদের মনে এমত শঙ্কা হইল যে আমারদের মাতারা কি জানি স্বাধীনতাতে বিবাহ দেন তখন পাঁচ ছয় জন সভামর্ক বিমাতা পুত্র অন্য পক্ষের দুই মাতুল এবং পিতা জ্যেষ্ঠতাতের তুল্যবয়স্ক এক পাত্রসহিত গ্রামে আসিয়া গোপনে রহিলেন এবং পর দিবস প্রায় সন্ধ্যাকালে আমারদিগের মাতার গোপনে ও আমারদের অসম্মতিতে লইয়া গিয়া সেই পাত্রসহিত একেবারে একরাত্রে বিবাহ দিলেন সেইঅবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্ত্তমান আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা দাসীরূপে কালযাপন করিতেছি নূতন নিয়মে আমারদের কি হইতে পারে যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা হইয়াছে কিন্তু আমারদের হর্ষের বিষয় এই যে তদ্দারা আমারদের তুল্য দুঃখিনী আর কেহ হইবেক না নিবেদন মিতি। শ্রীমতী অমুকী দেবী।—সং কৌং।

( ৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮ )

কস্যচিৎ "চেতো পরগনানিবাসিনঃ বিপ্রসন্তানস্য" ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি। চেতো পরগনানিবাসি বিপ্রসন্তান লিখিয়াছেন যে ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাকরণাশয়ে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় উপনীত হইয়া

সুযোগক্রমে এতন্নগরস্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাসা করিলেন দিবা অবসানে যখন ঐ বিপ্রসন্তান সায়ং সন্ধ্যা করিয়া বসিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটীর বৃদ্ধকর্ত্তা তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরেও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইঁহারা একে২ তাবতেই বাটী-হইতে বহির্গমন করিলেন তৎপরে তদ্বাটীর দুই জন দৌবারিক ও অন্ত কোন২ চাকর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল যাবৎ কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এইস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব। পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে অনুরোধ করিতে পারিবেন যে কি ব্যাপার হইয়াছিল আর ঐ বিপ্রসন্তানের সহিত তদ্বাটীর প্রাচীন খানসামার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা প্রকাশাবশ্যক নহে। যদিও উপরি উক্ত বৃত্তান্ত পাঠকরণানন্তর অস্মদাদির ইঙ্গরেজ পাঠকেরা মনে২ হাস্য করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহারদের ঘৃণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না তথাচ ঐরূপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় অনেক বিশিষ্টলোকেরা ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তিরা যে এপ্রকার কুরীতি নিবারণ করিতে যত্নবান না হন ইহা যে গুরুতর কুলক্ষণ তাহা বিলক্ষণরূপে দৃষ্ট হইতেছে। নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল (এইরূপ অনেকে কহিয়া থাকেন) তাহাতে অস্মদ্দেশের কঠিন রীত্যনুসারে বিদ্যারূপ যে জ্ঞান তাহা তাহারদিগকে বঞ্চিত করাতে ঐ দুর্ব্বার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগের কামানল উজ্জ্বল করিয়া যে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেক ইহার বাধা কি। আর ইহাতে যে তাহারদিগের সতীত্বও বিনাশ হইবে ইহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে।...কিন্তু ইহাও জানিয়া যদি পুরুষেরা স্বপত্নীদিগকে অবহেলা করিয়া উপপত্নীর বশীভূত হইয়া কেবল তাহারদিগের সহিত আলাপে রত হন তবে স্বং পত্নীদিগের সতীত্ব ধর্ম্ম বিনাশ জন্য যে অনুযোগ তাহা ঐ অবোধ পুরুষদিগকে বই আর কাহাকে অর্হিতে পারে। বাস্তবিক এই যে তাঁহারাই কুরীতির মুলাধার অতএব তাঁহারদিগকেই আমরা অনুযোগ করিতে পারি।

যদিও হিন্দুদিগের বিবাহের রীতি ইদানীন্তন দোষাবহ হইয়াছে ও যদিও ইহা সত্য বটে কিন্তু এইস্থানে বিবেচনা করিলে বোধ হইবেক যে নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল বিবাহের গুণে জন্মে না। জ্ঞানরূপ সূর্য্য যদ্দ্বারা সৎপুরুষের মানসিক তমো দূর হইয়া ক্ষমতাসমূহ উজ্জ্বল হইয়াছে সেই জ্ঞান নারীগণের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে তাহারদিগের মানসাম্বরে দেদীপ্যমান না থাকাতে কুমন্ত্রি ইন্দ্রিয়েরা বশীভূত হয় নাই সুতরাং তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া অনেকে কুকর্ম্মে রত হইতেছে এবং কুকর্ম্মকেও কুকর্ম্ম জ্ঞান করে না কিন্তু পুরুষেরাই ইহার মূলাধার যেহেতুক যদি তাঁহারা স্বং পত্নীর সহিত বিধানমত সংসর্গ করিতেন তবে যে ঐ নারীরা নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতির সহিত সুখাভিলাষ করে ইহা ক্ষণেকের নিমিত্তও বোধ হইতে পারে না ইহারা

কেবল প্রেমেরই বশীভূত আছে বাস্তবিক পুরুষ হইতেই এই কুরীতির উত্থাপন ও তাঁহারাই ইহার মূলাধার হইয়াছেন অতএব তাঁহারদিগকে নির্ব্বোধ কহিতে আমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করি না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু যাঁহারা অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনস্থ না করিয়া তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রন্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাঁহারদিগের প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে। তাঁহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যা অথবা জ্ঞান থাকিলে ঐ স্ত্রীলোকেরা কি এমত কুৎসিত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইত। কিন্তু যদিও প্রশ্ন করিলাম তথাপি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার ঐ দৃঢ় প্রতিবন্ধক শত্রু মহাশয়েরা অস্মদাদির এই সকল প্রশ্নে কোন সদুত্তর প্রদান করিবেন এমত আমরা কখনও ভরসা করি না যেহেতুক অবগত আছি যে নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা তাঁহারা তর্কসহিত বিবেচনা না করিয়া কেবল অন্ধের ন্যায় কহিয়া থাকেন যে আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করেন নাই তাহাকরণের আবশ্যক কি তাঁহারদিগের অপেক্ষা আমরা জ্ঞানবান নহি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেবা করাই তাহারদিগের কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ইহা করিলে তাহারা স্বর্গে গমন করিবেক।—সং সুং [সম্বাদ সুধাকর]

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

কুলীনেরদের বহুবিবাহ।—কুলীনেরদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কুব্যবহারেতে কিপর্য্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কোন২ সম্বাদপত্রসম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের ফর্দ্দ ও তাঁহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্ব্বোক্ত অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।

আমরা এস্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তাঁহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন তাহাও লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পারিবেন এক২ জন কুলীন কত সংখ্যক বিবাহ করিয়া কত২ স্ত্রীলোকের সুখের কণ্টক হয়।

| ধাম | নাম | বিবাহ |
|---|---|---|
| ময়াপাড়া | রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ৬২ |
| জয়রামপুর | নিমাই মুখোপাধ্যায় | ৬০ |
| আড়ুয়া | রামকান্ত বন্দ্য | ৬০ |

| গ্রাম | নাম | বিবাহ |
|---|---|---|
| মালগ্রাম | দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় | ৫৩ |
| নগর | খুদিরাম মুখ | ৫৪ |
| বলুটী | দর্পনারায়ণ মুখ | ৫২ |
| | নয়কড়ী বন্দ্য | ১৮ |
| সিঙ্গী | কৃষ্ণদাস বন্দ্য | ৪৭ |
| ফতেজঙ্গপুর | শম্ভু চট্টোপাধ্যায় | ৪০ |
| পাঁচথুপি | রামনারায়ণ মুখ | ৩৭ |
| বিলগ্রাম | রাধাকান্ত বন্দ্য | ৩০ |
| কৃষ্ণনগর | কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ৩৪ |
| | গোকুল মুখ | ২৭ |
| হালদামহেশপুর | রাধাকান্ত চট্ট | ২৭ |
| হাজরাপুরমথুরা | যজ্ঞেশ্বর মুখ | ২৩ |
| সিঙ্গী | গঙ্গানন্দ মুখ | ২৫ |
| কাশীপুর | ভগবান মুখ | ২২ |
| | শম্ভু মুখোপাধ্যায় | ১৭ |
| বালী | রামজয় চট্টোপাধ্যায় | ২২ |
| পানিহাটী | রামধন মুখোপাধ্যায় | ১৮ |
| পারহাট | তারাচাঁদ মুখ | ১৫ |
| চক্রহাট | রাধাকান্ত চট্ট | ১৫ |
| কইকালা | জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় | ১৪ |
| কুরুম্বা | কাশীনাথ বন্দ্য | ১৩ |
| ওআড়ী | রামকানাই চট্ট | ১২ |
| থিরগ্রাম | ত্রিলোচন মুখ | ১০ |
| পতসপুর | গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮ |

—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আষাঢ় ১২৪৪)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণসম্পাদক মহাশয়েষু।—অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্যা বুদ্ধি বল কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাঁহারা এই সকল নানা বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেন এতদ্দেশীয় লোকেরদের উক্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি লইয়া ইহারদিগের অহঙ্কার কিন্তু বিবেচনা করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন

বংশজ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা করিবেন বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন কিন্তু তাহাতে অনেক জাতির কন্যা চলিয়া যায় অধিক কি কহিব কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহকরণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কন্যা পর্য্যন্তও বিবাহ করিয়াছেন আমি ইহার কএক প্রমাণ লিখিতেছি।

১। এক সময়ে কন্যাবিক্রয়ি দুই ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে এক সুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয়করণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমরা মোসলমানের কন্যাকে লইয়া কি করিবা তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে না পরে ঐ ধূর্ত্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহার দুই মাস পূর্ব্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়া বসিলেন ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতারা প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চারি শত টাকা রফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎসরপর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে "কদু ছে কেয়া চালান হোগা" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্ব্বাংশবাসি—মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাতা পরে তাহার গর্ভে মুখুয্যের এক কন্যা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন ঐ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ করিয়া বাটীতে গেলেন তিনি ঐ ভার্য্যাকে অনেক বৎসরপর্য্যন্ত সহবাস করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে দুই তিনটা সন্তানও জন্মিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী

বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের কন্যার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে।

৩। কাজলা পাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথা প্রমাণে বস্ত্রা কিনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকেরা প্রতারণাপূর্ব্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছে।

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি তারি২ পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান২ বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকায় সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ১৪ মার্চ্চ ১৮৩৫। ২ চৈত্র ১২৪১ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রাণ দানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীনব্রাহ্মণের কন্যা। পতিঅভাবে আমারদিগের যে বেদনাবেদন ভূপতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্য মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আসক্তা। কারণ দর্পণৈক দেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণে এবং শ্রবণেং ভূপতির শ্রবণ গোচরহওনের অসম্ভাবনাভাব।

শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক উপপত্নী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তাঁহারা মান্যমতে ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্ম্মে কর্ম্মে পৈতৃক আশ্রমে ধর্ম্মবৎ ধর্ম্মের ভারাক্রান্ত আছেন তজ্জন্য সময়ভয়াক্রান্ত নহেন। কেবল স্ত্রীলোকের নিমিত্তে সময়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালা শাস্ত্রমতে এমত আছে যে অপৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ আছে যাহারা সুরাসুর ও প্রধান২ পুরাতন রাজা তাঁহারদিগের পত্নী পতি অভাবে পুনঃস্বয়ম্বরা হইয়াছেন এবং স্বামিসত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে

ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাঁহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্চর্য্য। সুরাসুর রাজাদিগের ঐ সকল কর্ম্মে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। এইক্ষণে পুরুষেরদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ তন্ত্র সৃজন হইয়াছিল।

আমরা আমারদিগের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের বেশভূষা ও আকাঙ্ক্ষীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বর্জ্জিতা হইয়া অহরহঃ অসহ বিরহবেদনায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যথা শমতাকরণের কর্ত্তা পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্ম্মিক রাজা ইঙ্গরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই যাতনা নিবারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্ব্বক ও প্রধান২ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সদ্বিচার করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিম্বা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরদিগের উপপত্নী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা হইলে আমারদিগের ধর্ম্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়। কেননা স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপপত্নী বর্জ্জিত হন তবে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। কাচিৎ শান্তিপুরনিবাসিনী।

( ২১ মার্চ্চ ১৮৩৫। ৯ চৈত্র ১২৪১ )

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শান্তিপুর নিবাসি স্ত্রীগণ আপনারদের দুঃখ প্রকাশার্থে অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমরা পরমসন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহারা এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমারদেরও বহুকাল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সহকারী না থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই এইক্ষণে সেই ভয় দূর হইল অতএব আপনারদের সঙ্গে দুঃখসম্বেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। প্রথমতঃ আমারদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু দেখা যাউক তাহাতে কি ফল হয়।

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রূপ আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে না।

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগকে তদ্রূপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলতঃ

প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্ব্বক এই ব্যবহারে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নির্দয়াচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ব্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধর্ম্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৮।৫।১০।১২ বর্ষ বয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘৃণা জন্মাইব না যে ব্যাপারেতে আমারদের সুখ দুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্ম্মেতে যদি আমারদিগকে বিবেচনা করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ভ্রম ও আমারদের সুখের হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা এই যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কর্ত্তৃত্ব করেন আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমারদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হই তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি আমারদিগকে স্বাধীন বলিয়া দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু সেই সকল টাকা লইয়া আপনারা নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমারদিগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় করা হইতেছে। যদি আমারদের দেশের শাসনকর্ত্তা এই ঘৃণ্যব্যাপার সহিষ্ণুতা করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কতকাল সহিবেন তাহা কহা যায় না তিনি আপনারদের অপরাধ মার্জ্জন করুন।

৫। যাঁহারদের অনেক ভার্য্যা আছে তাঁহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ দিতেছেন। যাঁহার অনেক ভার্য্যা তিনি প্রত্যেক ভার্য্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্ত্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।

৬। ভার্য্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমারদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।...
১৫ মার্চ ১৮৩৫। চুঁচুড়ানিবাসি স্ত্রীগণস্য।

( ১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্প ণৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢ়া অনূঢ়া পতিহীনা বিরহিণীরদিগের মনের ব্যথা অনেক শমতা হইতে পারে অর্থাৎ সগুণ নির্গুণউপাসক অসীম বুধগণ দর্পণপাঠক দর্পণে আমারদিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়া যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির গোচরপূর্ব্বক আমারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্শ্বে অর্পণ ব্যতীত হইতে পারে না।

১৪ চৈত্র শনিবার শান্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক নবদ্বীপনিবাসির উক্ত তাহার উত্তর বলিয়া যথার্থ শাস্ত্রের দর্পন শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচনা রচনাপূর্ব্বক নানাবিধ ভর্ৎসনা করেন সে তাঁহার অজ্ঞানান্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অজ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠির বজায় ধর্ম্মপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্ম্মসভাসম্পাদক কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুত্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে বিদ্যা প্রকাশ হইতেছে। শেষাবস্থায় বিড়াল স্কন্ধে করিয়া সিংহের সহিত শিকারে স্বীকার করিয়াছেন। সে যাহা হউক ধর্ম্মপুত্রদিগের অধর্ম্মতা দেখিয়া আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ি দেশাধিপতিকে মর্ম্মবেদনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও লম্পটেরদিগের লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্য্যোগি ধর্ম্মপুত্র প্রতিবাদী। ইহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্মপুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন কেবল ভেকের ন্যায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে ভৃঙ্গ আসিয়া রঙ্গে ভঙ্গে কমলাঙ্গসঙ্গে অনঙ্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে সেই সময় ধর্ম্মশালিনীর ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মের ছালা বাঁধা যায় তাহা কথায়ও রহিত হয় না। কিম্বা তুলসীপত্রও করধয় দিয়া আটক করিতে পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বিহিতানুসারে বিরহিণীর স্বীয়২ মনোরঞ্জনানুযায়ি মূলধর্ম্মশাস্ত্রমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ স্বয়ম্বরা হইলে অপ্রকাশিত হর্ত্তাকর্ত্তা যোজনকর্ত্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্রভুত্ব থাকে না। সে যাহা হউক বিবাহের প্রার্থনা তাহার অন্তে তাৎপর্য্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের বৈধব্য যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগূঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন অনুসারে প্রকাশ করেন কিম্বা পুরুষসকল উপস্ত্রীবর্জ্জিত হন যেহেনা স্ত্রীলোককে কুলটা-করণের কর্ত্তা পুরুষসকল অতএব পুরুষ উপস্ত্রী বর্জ্জিত হইলে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া কুবাক্য সম্ভাষণ করিয়াছেন আর দেবাসুরের প্রতি উপমা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে দেবাসুরের সহিত

উপমা দেওয়া সে উকীলের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন। যথা মহাভারতীয়ং অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্যাঃস্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং দেবপক্ষে। তেন্ত্রে গৌতমসুন্দরীং সুরপতিশ্চন্দ্রশ্চ ইত্যাদি এমত আর২ অনেক২ দেবী ও দেবতার গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে সে কি উকীলের ঠাকুরালি কি ঠাকুরেরদিগের ঠাকুরালি ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবলি কুকথা বলিয়া চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। সকল অনূঢ়া প্রৌঢ়া পতিহীনার প্রতি যে বিধি বিধি নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন তাহা প্রবিধান না করিয়া বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া দুরবস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত তেমনি নিগূঢ়ধর্ম্মের অবস্থা করিয়াছেন।

পরন্তু রাজ্যাধিপতিকে অধার্ম্মিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভর্ৎসনাকরণে কি তাৎপর্য্য। রাজ্যাধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধর্ম্ম ধার্য্য করিয়া সুবিচার্য্যমতে আজ্ঞা করেন যেহেতুক বাঙ্গলা ধর্ম্মশাস্ত্রে এমত আছে যে স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি লইয়া জবন ভূপতির হজুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে। তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশ বিদেশে অশেষ লোককে জবনজাতি প্রাপ্ত করান্। যেহেতুক আপনারা ধর্ম্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপায় গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত হইতে হয় তজ্জন্যই দেশাধিপতি সেইমত আজ্ঞা করেন যে হে পুরুষ তুমি ক্ষান্ত হও তোমাকে ও চাহে না। সে যাহা হউক বাদাহুবাদে বিরহযন্ত্রণা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আমরা অকূলে পড়িয়া আকুলা হইয়া পুনঃ২ প্রণতিপূর্ব্বক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি আমারদিগের যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগূঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এ দুঃখ হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে প্রাণরক্ষা হয় এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাসিতে হয় না বিশেষতঃ দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়। কাসাং শান্তিপুরনিবাসিনেক বিরহিণীনাং।

( ১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪ )

আমারদিগের পত্র প্রেরক এমত এক ব্যবহারের উপর লিখিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষের পক্ষে কলঙ্ক স্ত্রীর পক্ষে দুঃখজনক ঐ ব্যবহার আমারদিগের মতে নিতান্ত অন্যায়। ঐ ঘৃণিত ব্যবহার এই যে হিন্দু স্ত্রীলোকেরদের বিবাহ বিষয়ে এপর্য্যন্ত আপত্তি আছে তাহাতে চিরকালের নিমিত্ত তাঁহারদিগের মনকে দাস্যাবস্থায় রাখে ঐ অবস্থা হইতে একণে উদ্ধার হইবার চেষ্টা আমরা পাইতেছি কিন্তু স্ত্রীলোকেরদিগের বিবাহ বিষয়ে নীচ ব্যবস্থা থাকাতে উঁহারা কদাচ ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমরা বোধ করি এই দাসত্ব শৃঙ্খল ত্বরায় ত্যাগ করিলে এই জানা যাইবেক যে বিদ্যা আমারদিগের মধ্যে রোপণ হইয়াছে তাহা অনর্থক হয় নাই বরং যে সুফলের আশা

করা গিয়াছিল তাহা ফলিতেছে। ঐ দাসত্ব শৃঙ্খল ব্যবহারের নিমিত্ত আমারদিগকে মানিতে হইতেছে কিন্তু এ ব্যবহার অতি কদর্য্য। জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া এমত কখন মনে করেন নাই যে একজন অন্ত জনের দাস হইবে কিম্বা এক জন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য করিবেক। বিধাতা যিনি অতি জ্ঞানী ও দয়াল তাঁহার এমত ইচ্ছা নহে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একজন জন্মাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্তু মনুষ্যের শঠতাক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃংখল হইয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে। স্ত্রীলোকেরদের সুখের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকেরদিগকে অবশ্য মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতে হইবেক ইহারা সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান কিন্তু আমারদিগের ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাঁহারদের অবস্থা এপ্রকার নীচ করাতে তাঁহারো যে মনুষ্য নহেন এমত প্রকাশ পাইতেছে না বরং আমারদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে তাঁহারদিগের মনুষ্য বোধ করি না এমত প্রকাশ হইতেছে যদ্যপি কেহ ইহা কহেন যে স্ত্রীলোকেরদিগের পৃথিবীস্থ লোকেরদের সঙ্গে আলাপ কুশল না থাকিলে তাঁহারদের অত্যল্প কুমর্ম্ম করিবার সম্ভাবনা হয় কিন্তু আমরা এই কথায় বিশ্বাস করি না স্ত্রীলোকেরা কিছু মাত্র উপদেশ না পাওয়াতে এবং ঠিক মতামত বিষয় ও যথার্থ অযথার্থ বোধ শিক্ষা না পাইলে তাঁহারদিগের মন সৎপথে থাকিবে এমত আমরা বোধ করি না সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা এই জানা যাইতেছে পূর্ব্বে আমরা যেমত কহিলাম ইহারও ভিন্নতা কখন২ হইয়া থাকে কিন্তু আমরা ইহাও জানিতেছি যে কোন নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার করা আমারদিগের অত্যাবশ্যক কারণ ইহা করিলে আমরা হটাৎ স্বীয় মতের ও যথার্থের বিপক্ষে অনুচিত কর্ম্ম করিতে পারি না। ইহা জগতের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী হইব এমত চেষ্টা পাওয়াতে মূর্খতা প্রকাশ হয়।

পাইয়া কয়েক জনের বুদ্ধি ও মতি শোধন হয় নাই স্ত্রীলোকেরা নীচ সমভিব্যাহারে থাকিয়া অত্যন্ত কুমতি পায় কারণ ইহারদিগের আলাপ কুশল সর্ব্বদা অতি হীনের সহিত হইয়া থাকে আমরা স্পষ্ট কহিতেছি বিদ্যাদ্বারা কখন মন্দ ফল জন্মে না ও ইহাতে কদাচ পরস্পরের বিচ্ছেদ করে না যদ্যপি হয় তবে স্ত্রীলোকেরদিগেরও যে দেশে এরূপ ব্যবহার তাহারও পক্ষে লজ্জাকর হয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ২১ অক্টোবর ১৮৩৭। ৬ কার্ত্তিক ১২৪৪ )

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—৩৪ বৎসর হইল আপনকার সমাচার পত্র পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যে কতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহার্থ এক সভা করিতে মানস করিয়াছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর সমান সুখভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে পারেন স্ত্রী বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্বামী করিতে পারেন না কিন্তু স্ত্রীলোকেরদের বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা স্ত্রীলোকেরদের চিরকাল বৈধব্য দশাহইতে মুক্ত করিবার উপায় স্থির করিতেছেন কিন্তু তাহারা ঐ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহা আমি জানি না আমি বোধ করি তাঁহারা বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগ করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন প্রথমে যে সকল উপায় স্থির করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন তাহা আরম্ভেতেই ভঙ্গ হইয়াছে।

আমি স্বয়ংও এবিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়া স্মরণ হইল যে বোম্বের কমিস্যনর সাহেবেরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দু বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কি না আমি এই সময়ে ঐ সকল মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাহারা পূর্ব্বে এই স্ত্রীলোকেরদের বৈধব্যাবস্থা হইতে মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাঁহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া এই প্রশংসনীয় বিষয় সংপূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইবেন সম্পাদক মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচনা পূর্ব্বক এবিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা কুরিয়র ইঙ্গলিসমেন রিকর্ম্মর ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েরা ইহারাও হিন্দু বিধবারদিগের এই দুরবস্থা হইতে মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি করিতেছি।

আপন২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা পাইবেন ইহা করিলে পর গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু মহাশয়েরাও বিধবাদিগের দ্বিতীয় বিবাহ না দেওয়া অন্যায় বিচার জানিতে পারিবেন আমি জানি চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ে বিপক্ষ হইবেন এবং ইহার বিপক্ষে শাস্ত্রেরও প্রমাণ দিবেন কিন্তু ঐ আপত্তি সকল আমারদিগের ন্যায্য বিচারে থাকিতে পারিবে না

স্ত্রীলোকেরদের অনেক বিবাহ করিতে নিষেধ আছে বটে কিন্তু ঐ নিষেধের তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারদের প্রথম স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহান্তর করিতে পারিবেক না স্ত্রীলোকেরদিগকে এমত সুখজনক ব্যাপারে এই নিষেধের নিমিত্ত ও বহুকালাবধি এইরূপ ব্যবহার হওয়াতে বঞ্চিত করা উচিত নহে অতএব সম্পাদক মহাশয় আপনি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করুন এবং চন্দ্রিকাসম্পাদক যে কিছু আপত্তি করিবেন তাহার প্রত্যুত্তর করিতে আমি অগ্রসর হইব। জ্ঞানান্বেষণপাঠকস্য।

( ২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ )

…দেশের এই এক প্রধান রীতি আছে যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহার অতিপ্রাচুর্য্য হইয়া থাকে পরে ক্রমে লোপ হইয়া যায় তাহার প্রমাণ যখন প্রথম বারোএয়ারি পূজার প্রথা হইল তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগঞ্জ কি বাজার ছিল না যে বারোএয়ারির ঢোলের গোল ঢাকের ঝাঁক পাঠার ডাক গোঁয়ারের হাঁক না হইয়াছিল তাহাতে কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোরা কালী পূজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত। এইক্ষণে ক্রমে তাহার ন্যূনতা হইয়া প্রধান২ অল্প স্থানেমাত্র আছে। এবং কিছু দিন গত হইল নামসংকীর্ত্তনের বায়ু কেমন এতদ্দেশীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। মাঘ ও বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে কি শহরে কি গণ্ডগ্রামে প্রতিপল্লীতে হরিবলী ও নামাবলী অগ্রে খুন্তী নিশান সঙ্গে গদগদ প্রেমতরঙ্গে বাদ্য খোল করতাল কাহারো কেবল করতাল গলে লম্বিত তুলসীমালা পঙ্গপালবৎ এক২ দল বাহির হইয়া প্রাতঃকালাবধি দেড়প্রহরপর্য্যন্ত নানা রাস্তা ও নানা গলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন ছলে পরিণাম কর্ত্তন করিয়া ফিরিত কিন্তু এখন সে নাম কীর্ত্তনের নামমাত্র আছে। এবং কবিতাওয়ালার গান কি আখড়াই গানের যত বাহুল্য পূর্ব্বে ছিল এইক্ষণে তাহার অতিঅল্পতা হইয়াছে এবং ঝকমারি ও গুখুরিপ্রভৃতি দল এবং সবলোট ও নবলোটইত্যাদি ও পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি দেদীপ্যমান ছিল কিন্তু এইক্ষণে শহরের কোন্ কোণে আছে তাহার অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায় না ইত্যাদি অনেক২ বিষয় প্রথমতঃ কতক দিন প্রাচুর্য্যরূপে চলে শেষে কালের গ্রাসে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়।…ধর্ম্মদূতস্য।

( ৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—যাহারা অনেক দোষ করিয়া গোপনে রাখিতে চেষ্টা পায় অথচ তাহারদের অপেক্ষাকৃত অপরের অতিলঘু দোষ ব্যক্ত করিয়া ঠাট্টা করায় সচেষ্ট এমত অনেক লোক আছে। চন্দ্রিকাসম্পাদক লিবরালেরদের প্রতি নিত্য বকাবকি করিয়া থাকেন তিনি ধর্ম্মসভারও সম্পাদক এবং হিন্দুরদিগকে অন্ধকারাবৃত করিয়া রাখিতে এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিধি প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে যে হিন্দু

বাবুরা হিন্দুশাস্ত্রের বিধ্যুল্লঙ্ঘন করিতেছেন তাহারদিগকে তিনি কেন অব্যবহার্য্য না করেন হইতে পারে যে তাঁহারা সতীধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ কিছু ধন দিয়া থাকিবেন ঐ ধনের দ্বারা তাঁহার চক্ষু একেবারে আবৃত হইয়াছে অতএব ধর্ম্মসভাসম্পাদক মহাশয়কে আমি এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে বাবু মহাশয়েরা দুর্গোৎসবাদিতে মদ্য মাংসাদ্যাহরণ করিয়া ইষ্টসিদ্ধ করেন তাহা হিন্দুর বিধ্যনুসারে কি না। গোমাংসের নামশ্রবণে শ্রবণ পিধান করেন এমত অনেক দক্ষিণাচারি বাবুরদিগকে দেখিয়াছি তবে কিনিমিত্ত তাঁহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন্ চপ ও বৎস মাংস ও ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরিইত্যাদি নানা প্রকার মদিরা আনয়ন করেন। অতএব হে প্রিয়ে চন্দ্রিকে আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন যে এমত কোন ব্যক্তি কি ধর্ম্মসভান্তঃপাতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আপনি কহুন গত দুর্গোৎসবসময়ে কাহার বাটীতে ইউরোপীয় লোকেরদের নিমন্ত্রণ ও নাচ হইয়াছিল তেরেটি বাজারের অতি-সুস্বাদু মাংসসকল কে ক্রয় করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত গণ্টরছপর সাহেবেরদের স্থানে ভূরি২ খাদ্য সামগ্রী কে আনয়ন করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় লোকেরদের রুচিজনক ভোজ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত মনোযোগী কে হইল। হরিবোল২ অতিধার্ম্মিক শিষ্টবিশিষ্ট ব্যক্তিরদের মধ্যে কি এমত ব্যবহার হইতে পারে।

প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক ঐ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে যে কিছু কহেন না ইহাতে তাঁহার অপরাধ নাই যেহেতুক তৎসম্পর্কেরা পাথুরিয়া ঘাটাতে স্ব২ বাটীতে তদ্রূপ ভোজ নাচ করাইতেন তাহা অদ্যাপিও প্রতিবাসি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ স্মরণ আছে অনুমান হয় যে তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মৌনাবলম্বী আছেন।

( ১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ )

প্রভাকর সম্পাদককর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা।—··· শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে যে অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণ ফ্রিঙ্গি হিন্দুইউথনামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুস্ত পুত্র পত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণ মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাঁহার দক্ষিণহস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এপর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক ভাল২ বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বাচ্ছা পত্র বন্দঃ বা পার অভিমতে সৃজন হয় নাই এ হায়াহীন ভূজো ভায়ার কর্ম্ম কেননা ভূজো ভায়া ইষ্টিণ্ডিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রদ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইন্দুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা অহিরাবণ কিন্তু হে ফিরিঙ্গি সাহেব ভূজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দর্গার থামে তাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না অতএব হে: ভায়া সামাল২ তোমার

জাঁকজমকরূপ কুবুদ্ধি টুপি কেড়েনিয়ে কুবুদ্ধি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধা শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।...

( ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ১৮ ফাল্গুন ১২৪১ )

...চন্দ্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধর্ম্মিষ্ঠ মাত্র জানিবেন। যদিও কএক মাস অন্যান্য কএকটা সমাচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহারা সতীদ্বেষী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে তৎপ্রমাণ কৌমুদী কাগজ মৃত রামমোহন রায়ের বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে ছিল তাঁহারা কএক জন সতীদ্বেষী অতএব তাহাতে সপ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশীয় কাগজ ঐক্য করাতে শ্রীশ্রীযুত জানিলেন অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ। যদি হিন্দুদিগের আর কাগজ থাকিত অথবা ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হইতেন তবে শ্রীশ্রীযুত কি বিলাতবাসি মহাশয়রা জানিতে পারিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন। ইঙ্গরেজী কাগজপ্রকাশকেরা যদি পক্ষপাতরহিত এমত অভিমান করেন তাহা করিতে পারেন না কেন না শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিসমেন কাগজের প্রোপ্রাইটর হইয়াছেন এবং হিরাল্ডনামক কাগজ সর্জনকর্ত্তা তিনি এইক্ষণে তাহা বাঙ্গাল হরকরার মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইণ্ডিয়াগেজেটনামক পত্র এবং সে আফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় করিয়া হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন আমরা এমত শুনিয়াছি। ভাল জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহা কি ঐ কাগজ নির্ব্বাহকেরা অপক্ষপাতী হইয়া প্রকাশ করেন এমত কদাচ পারেন না। অপর দর্পণকার মহাশয় যে ঠাকুর পক্ষে আছেন তাঁহার মতের বিপরীত কথা কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিম্বা নমক ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণে ঐ নমক ব্যাপারিরা যে রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে অতএব সমাচারের কাগজের কথা কিছু কহিবেন না যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকাব্যতীত এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই।—চন্দ্রিকা।

( ১ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৭ শ্রাবণ ১২৪২ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে অনেকানেক আন্দোলনান্তেও কোন ফলদায়ক দৃষ্ট হইল না। যেহেতুক তদ্বিষয়ে সমুদয় প্রধান হিন্দু মহাশয়দিগের সম্মতির ঐক্যাভাব। আমি এইক্ষণে এতদ্দেশীয় হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রবিধায়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ভরসা করি বিজ্ঞ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রপ্রকাশক মহাশয়েরা সদ্বিবেচক পাঠক হিন্দু স্বদেশের সম্ভ্রম সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা সদ্যুক্তিবিশিষ্ট স্ব২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়। যেহেতুক পুরাণ কাব্যাদি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়রা উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কদর্য্য নব্য ব্যবহার কেন গ্রহণ করিয়াছেন।

যেহেতুক বর্ত্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম সম্ভবে না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয়রা এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত্যনুসারে নানাভরণে স্ত্রীলোকদিগকে সুশোভিতা করিবার প্রযত্ন রাখেন। অথচ যে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদি বহুমূল্যাভরণ দিতেছেন সেস্থলে একখানি সূক্ষ্ম সাটী দ্বন্দ্ব পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের কি সুশোভিতা হয়। যদি বলেন শাটী বস্ত্র কি বহুমূল্যের হয় না। উত্তর যদ্যপিও হইয়া থাকে তথাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি চন্দ্রিকাসম্পাদককৃত দূতীবিলাসে অনঙ্গমঞ্জরীর উত্তম বেশবর্ণনে। সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণানুযায়ি বসনের সুদৃশ্যতা হইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ মহাশয়রা এই ঘৃণিত ব্যবহার পরিবর্ত্তনে মনোযোগ করুন। যদি বলেন তোমার লিখনের অভিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধারণ সকলই বহুমূল্যের বস্ত্র স্ত্রীলোককে প্রস্তুত করাইয়া দেউন ও শাটীবস্ত্রের ব্যবহার একদাই পরিত্যাগ হউক। উত্তর অস্মদভিপ্রেত তাহা নহে ফলতঃ যে ব্যক্তি যত মূল্যের অলঙ্কার স্ত্রীগণকে দিতে সুসমর্থ তিনি তদুপযুক্ত বস্ত্রও পরাইতে অবশ্য ক্ষম বটেন। এবং পূজা রন্ধন ভোজনকালীন সাটী পরিধান হিন্দু স্ত্রীগণের আবশ্যক বটে তাহা পরুন। যদ্রূপ হিন্দুস্থানে ব্যবহার আছে। এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেস্তাদার ও উকীল ইত্যাদি মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সম্ভ্রমার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বং কুলাঙ্গনাদিগকে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার করাইলে কদাচ ভূষা হইতে পারে না। বরং সুদৃশ্যা ও সলজ্জিতা দৃষ্ট হইতে পারে। যদি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ব্যবহার একদা কিপ্রকার সম্ভাবনা। উত্তর তাহার এক সদুপায় সুলভ অনুভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ ভূষণ ব্যবহার করেন তদ্রূপই ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। তদ্বিস্তার এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন আমার লিখনের বড় আবশ্যক নাই অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতাস্থ বিজ্ঞধনি মানি রাজা বাবু মহাশয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগের আবশ্যক। অপর কোন উদ্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ইতি। কস্যচিৎ বিদেশিনঃ।

১৮৫১ সনের ১৬ই জুন (৩ আষাঢ় ১২৫৮) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা যে বিষয় নিবারণের জন্য অনেকবার লিখিয়াছি এবং আমারদিগের পত্রপ্রেরকেরা নানা প্রকার হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহা পরিত্যাগ করণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন অদ্যাপিও এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতে ঘৃণা বোধ করেন নাই, সে বিষয় এই যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারে সমস্ত বিবস্ত্র প্রভেদ থাকে না শরীরাচ্ছাদন জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, যে বস্ত্র পরিধান করিলে সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায় সে বস্ত্র পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েরাও সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করেন না, হিন্দুদিগের মধ্যেও হিন্দুস্থানীয় লোকেরা সরু বস্ত্র পরেন না, কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা শান্তিপুরাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয় ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুরুষ পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরেন তাঁহারদিগের কি না দেখা যায়, বিশেষতঃ স্নান করিয়া উঠিলে শরীরের সর্ব্বাঙ্গের সূক্ষ্ম রোম পর্য্যন্ত অন্য লোকের দৃষ্ট হয়, ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্যবর মহাশয়গণ আপনারদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই কুব্যবহার রাখিয়াছেন ইহাতে আমরা পূর্ব্বাপর আক্ষেপ করিয়া আসিতেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজা তাঁহার অধিকার হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার অধিকারে কেহ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন না, যদি করেন তবে দণ্ড যোগ্য হইবেন, এবং অন্য দেশীয় মান্য লোকেরা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়া নিকট গেলে তাঁহারদিগের সহিত আলাপ করিবেন না, শ্রীযুতের পত্তনীদার কোন জমীদার সরু ধুতি চাদর পরিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর তাঁহার নমস্কারী অর্থাৎ নজর গ্রহণ করেন নাই, মহারাজ হিন্দুস্থানীয় বাদশাহদিগের ব্যবহারানুরূপ পরিচ্ছদ পরেন, ঘটায়২ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন, ফলে বর্দ্ধমানাধীশ্বর ঐ ঘৃণিত ব্যবহার রহিত করণের আদি পুরুষ হইলেন অতএব আমরা তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিলাম, এবং এই সময়ে স্মরণ হইল নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরও মোটা কাপড় ব্যবহার করেন, তাঁহার পরিধেয় ধুতি চাদর দেখিয়াছি, তিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরেন না, অতএব এতদ্দেশীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরদিগের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ঘৃণাস্পদ হইয়াছে ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

বর্দ্ধমানাধিপতি আর এক সুঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষ বা, আত্মীয়ান্তরঙ্গাদি কেহ মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেন না, মিথ্যা কথা কহিলে দণ্ড করিবেন ইহাতে আমরা শ্রীযুতকে শতং ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, পরমেশ্বর করুন শ্রীমন্মহারাজের এই উদ্যোগে পৃথিবীময় সত্য স্থাপন হউক।—ভাস্কর, ১ আষাঢ়।

( ৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯ )

সামাজিকতার নূতন দল।—আমরা অবগত হইলাম শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব সামাজিকতা ব্যবহারের এক দলবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্যান্য স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ কুলীন মৌলিক সমৌলিক মুখ্যি বেড়ে মুখ্যিপ্রভৃতি সজাতীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় আলাপিত পরিচিত আশ্রিত ধনী মানী মাধ্যমিক গৃহস্থ স্বজন সজ্জনসহিত নবশাক মিশ্রিত ভদ্রসমূহ একত্র ঐক্য হইয়া এক দল করিবাতে ঐক্য বাক্যতায় বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাকে দলপতিত্ব মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন ফলতঃ তাঁহার মতস্থ হইলেন দেব বাবুর

অনভিমতে সামাজিকতা ব্যবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন না অর্থাৎ যেমন দলের প্রথা আছে। এই নূতন দলহওয়াতে আমরা মহাহৃষ্ট হইলাম যেহেতুক এক্ষণে নগরমধ্যে বহুলোকের বাস হইয়াছে দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম সর্ব্বদা হইয়া থাকে ইহাতেই বহু দলের আবশ্যক হয় পূর্ব্বে এই নগরমধ্যে দুই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক দল আর বৈকুণ্ঠবাসি বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয়ের এক দল এই দুই দলে প্রায় তাবৎ লোক বদ্ধ ছিলেন তৎপরে ক্রমে নগরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল দলেরও উন্নতি ক্রমে২ হইতেছে। কিন্তু যত দল হইতেছে ঐ দলের শাখা প্রশাখা বলিতে হইবেক যেহেতুক এক্ষণকার দলপতি মহাশয়েরা উক্ত দলদ্বয়ের দলস্থ সামাজিকমধ্যে গণ্য ছিলেন তাহা কোন দলপতি অস্বীকার করিবেন এমত নহে সে যাহা হউক কিন্তু যিনি যখন কোন দলহইতে নিঃসৃত হইয়া স্বয়ং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াই হইয়াছে অর্থাৎ দলপতির মতের সহিত অনৈক্য হইলেই প্রায় সকলেই পৃথক্ হন নির্ধন ব্যক্তি অন্য দলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ধনবান্ স্বয়ং দল করেন এইপ্রকারেই অনেক দল হইয়াছে তৎপ্রমাণ দেখ উক্ত বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজর দলহইতে পৃথক্ হইয়া নূতন দল করিলেন কিন্তু আশুতোষ বাবুরদিগের ব্যবহারে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতুক প্রায় নূতন দলপতিরা তাঁহারদিগের পূর্ব্বের দলপতির সহিত প্রীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্তু ইঁহার দত্ত বাবুর সহিত অনাত্মীয়তা বা অসুজনতা কিছুই প্রকাশ পায় নাই ...।

অপর এক্ষণে যে সময় উপস্থিত ইহাতে যত দলের বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল কেননা বহুলোক বহু দলপতি হইলে বিলক্ষণরূপে দলের আঁটাআঁটি থাকিতে পারে তাহা হইলে লোক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধর্ম্মবিষয়ে সকল দল ঐক্য আছে এক দলপতি এক ব্যক্তিকে স্থগিত করিলে কোন দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ধর্ম্মসভার এই নিয়ম আছে ইহাতেই কহি বহু দল হইলে কেহই অসন্তুষ্ট নহেন। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি যিনি যখন নূতন দলপতি হইবেন তিনি ধর্ম্মসভার রীত্যনুসারে সমাজে জ্ঞাপন করিয়া সুখে উচ্চ মর্য্যাদান্বিত হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুন।—চন্দ্রিকা

( ১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—ধর্ম্মসভাদলস্থ কস্যচিজ্জনস্য নিবেদনং। কলিকাতা মহানগরীতে কতকগুলি ভদ্রলোকে ধর্ম্মসভা ও ব্রহ্মসভা সংস্থাপন করিয়া দলাদলিতে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দলপতি মহাশয়দিগের প্রিয় এবং অনুগ্রাহ্য একৈক জন অধ্যক্ষ আছেন। ইঁহারা দলস্থ কোন ভদ্রলোক কিম্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দৈবাৎ কোন সংসর্গ করিলে ধর্ম্মসভাধ্যক্ষকে এবং দলপতি মহাশয়দিগকে কহিয়া তাঁহারদিগের শাসন করেন কিম্বা রহিত করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়রা আপনারা যে কর্ম্ম করেন তাহাতে কোন

দোষ নাই তাহার সাক্ষ্য বাগবাজার সাকিমের শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ। বাচস্পতি পিতার আদ্য শ্রাদ্ধে আগোরপাড়া সাকিমের শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন এই দুই জন শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ ইঁহারদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া সভা করেন এবং শ্রীযুত শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ শ্রীযুত নীলমাধব শিরোমণি এবং শ্রীযুত কালাচাঁদ বাবুর দলস্থ শ্রীযুত শ্যাম তর্কভূষণ ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করেন। শ্যাম তর্কভূষণ বাচস্পতির বাটী গিয়াছেন এ কথা শুনিয়া শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ লোকের সহিত সভা করিয়াছেন বলিয়া নিজদলে তর্কভূষণকে রহিত করেন। আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রের প্রিয়পাত্র এনিমিত্তে এবং শ্রীযুত ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ ও শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলাধ্যক্ষ শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইঁহারা দুই জনে অধ্যক্ষতা করিয়া সকল দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া সভা করিয়াছেন এবং হাটখোলার শ্রীযুত গোকুল গাঙ্গুলি মহাভারত করেন তাহার ব্রতী শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ রামধন তর্কবাগীশ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি এবং সমাপন দিবসে ঐ দলস্থ শ্রীযুত রাম তর্কবাগীশ এবং শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন এবং ব্রহ্মসভার বেদপাঠক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইঁহারদিগকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া সভা করেন তাঁহারদের বিদায় করিয়া এবং সিংহের দলস্থ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ বিদায়ের পর শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি শ্রবণাহূত হইয়া বিদায় হন। ইহাতে তাঁহারদের কোন দোষ নাই। কারণ তাঁহারা দলাধ্যক্ষ এবং হাতিবাগানের শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার এবং তাঁহার ছাত্রাভিমানী নীলকমল ন্যায়ালঙ্কার ইঁহারা ব্রতী থাকিয়া সকল দলের বিদায় করাইয়া পশ্চাৎ বিদায় হন তাহাতে তাঁহারদের দোষ নাই। কারণ শ্রীযুত তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেবের গুরুপুত্রের অধ্যাপক। কিন্তু এই ভারতে শ্রীযুত গোপীনাথ তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি কতগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতির আগমন শুনিয়া বিদায় হন নাই। সম্প্রতি ৺রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের শ্রাদ্ধে কালীনাথ মুনসীর দলস্থ নৈহাটী সাকিমের শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণকে শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর পত্র দিয়া সভাস্থ করেন এবং শ্রীযুত শম্ভু বাচস্পতি শ্রীযুত রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে ঐ বিদ্যাভূষণকে নিমন্ত্রণপত্র দেন ইহাতেও তাঁহারদের দোষ নাই। দর্পণকার মহাশয় অতিশয় দয়ালু এবং সর্ব্বজন হিতৈষী একারণ লিখিতেছি দর্পণে কএকটী পঙ্ক্তি অর্পণ করিয়া যদি তাবৎ সম্বাদপত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের গোচর করেন তবে তাবৎ দলপতিরদের গোচর হইতে পারে। চন্দ্রিকাকার মহাশয় চন্দ্রিকাতে ইহা দিবেন না তাহার কারণ তিনি সতীদ্বেষির সংস্রব করিবেন না এই নিয়ম আছে। কেবল বাচস্পতির খাতিরে ও বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রের খাতিরে শ্রীযুত কালীনাথ মুনসীর দলস্থ লোক লইয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

( ৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—গত ২৬ আষাঢ় শনিবাসরীয় দর্পণে কস্যচিৎ দ ব ইতি স্বাক্ষরিত দল সংক্রান্ত এক পত্র উদিত হয়। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই মতিলাল বাবুর দলভুক্ত কতকগুলিন কায়স্থ দত্তদিগের আপত্তি করায় দোষী হইয়া রাজকর্ত্তৃক স্থগিত হন ইত্যাদি নানা ছলে কৌশলে বিবিধ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ লিখিয়া পত্র আলোক করেন তাহার উত্তর এক বর্ণ আমরা দি নাই। কিন্তু কোন কৌতুকদর্শী স্বল্প ভাগের কিঞ্চিদুত্তর ১ শ্রাবণে প্রদান করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির জ্ঞাত নহে এ বিষয়ে গত ১৫ শ্রাবণের দর্পণে আরবার দ ব কত গুলিন কটূক্তি লিখিয়াছেন এনিমিত্ত তাহার সদুত্তর দিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ভৃত্যতুল্য যে কৈবর্ত্ত দত্ত তাঁহারদিগের প্রভুত্ব আর সহ্য হয় না।

সম্পাদক মহাশয় আমরা যাটি ঘর কায়স্থ মলঙ্গাগ্রামে বহুকালপর্য্যন্ত বাস করিতেছি আমারদিগের পল্লিমধ্যে ৺তিলকরাম পাকড়াশি ৺হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺কালীচরণ হালদার এই তিন জন দলপতি ছিলেন আমরাও ঐ তিন দলভুক্ত ছিলাম এইক্ষণেও কিয়দংশ ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ভুক্ত আছি। হালদার ও পাকড়াশির বংশ ধ্বংস হলে বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল যে দল করেন তন্মধ্যেও আমরা অনেকেই প্রবিষ্ট হইয়াছি। মলঙ্গা ডিঙ্গাভাঙ্গা জানবাজার বহুবাজার নেবুতলা শাঁখারি টোলার মধ্যে কায়স্থ দলপতি নাই আমরা ব্রাহ্মণের ভৃত্য চিরকাল ব্রাহ্মণের দলভুক্ত আছি। কায়স্থ দলপতি আমারদিগের পূর্ব্বে স্বীকার ছিল না। সংপ্রতি রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে যৎকালীন সমুদায় দল ঐক্য হয় তৎকালীন আমরাও আমারদিগের স্ব২ দলপতির দলসহ রাজবাটীতে সভাস্থ হইয়াছিলাম এবং জলপানের দিবসে অক্রূর সারেঙ্গের সন্তানদিগের সহিত একত্র আহারাদি করিয়াছি এই অপরাধে যদ্যপি লেখক আমারদিগের দোষী করিয়া থাকেন এমত হয় তবে রাধাকান্ত দেব ও কালাচাঁদ দত্ত এই দুই গোষ্ঠীপতিও দোষী হইয়াছেন। উচিত চরণ ভায়ার ইহাঁরদিগের সমস্বয় করিয়া জাতি দিউন। আমারদিগের দোষে তাঁহারদিগের পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইয়াছে ধর্ম্ম সভাসম্পাদক মহাশয় পক্ষপাতশূন্য হইয়া ভায়াকে ব্যবস্থা দেউন তাঁহার পিতৃ লোককে ত্রাণ করুন আমারদিগের জাতি কুলের দায়ে শ্বশুরপোকে দায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না।

লেখক যে দোষী অপবাদ আমারদিগের প্রতি দিয়াছেন একথা আমরা স্বীকার করিলাম যেহেতুক *এক ঘর কৈবর্ত্ত আপাতত নগরে আসিয়া কায়স্থ হওয়াতে সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্পর্শ দোষ স্পর্শিয়াছে তাহার বিস্তারিত নিম্ন ভাগে লিখিতেছি দলপতি মহাশয়েরা জাতি নির্ণয় করিয়া লইবেন।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি সোনা টিকলি গ্রামে বিজয়রাম কলেনামক এক ব্যক্তি

কৈবৰ্ত্ত ছিল তাহার পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ দুলাল সদ্দার ধুনাকিস্থির দোকানদার। মধ্যম সদাশিব তৌলদার। তৃতীয় কান্ত মাড় চতুর্থ কন্দর্পদাস পঞ্চম কণ্ঠিরাম খুস্কি। এই পঞ্চজনের অংশ বংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি দলপতি মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তৃতীয়। কান্তমাড় এই বংশে ৺প্রীতিরাম মাড় ও ৺রাজচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু উমাচরণ দাসপ্রভৃতি অতিধনবান ব্যক্তি সকল জন্মিয়াছেন ইহারা অতিধার্ম্মিক ও পুণ্যশীল যেহেতু আপন জাতি কুল ত্যাগ করেন নাই মনে করিলে অনায়াসে চরণ বাবুর অপেক্ষা ভাল গোষ্ঠীপতি হইতে পারিতেন।

চতুর্থ। কন্দর্পদাস ইহার সন্তানেরা না কায়স্থ না কৈবৰ্ত্ত যথা ত্রিশঙ্কু রাজার স্বর্গ অর্থাৎ না স্বর্গ না ভূমি।

মধ্যম সদাশিব তৌলদার ইহার সন্তানেরা কায়স্থ হইয়াছিল এইক্ষণে হাফ খ্রীষ্টিয়ান হাফ হিন্দু অর্থাৎ তাহারা মথুরানাথী হইয়াছে তদ্বিশেষ ১২৪০ সালের ১৮ বৈশাখের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে রামতনু তর্ককে লইয়া গাঙ্গুলি কৈবর্ত্তের যে দল বিচ্ছেদ সে ঐ পৰ্ব্বে জানিবেন।

পঞ্চম। কণ্ঠিরাম খুস্কি ইহার সন্তান ঘোষ উপাধি ধারণপূৰ্ব্বক কুলীন হইতে চাহিয়াছিলেন সে অতি সুদূর পরাহত কারণ কুলীনের অংশ বংশ মিশ্র গ্রন্থে গ্রথিত আছে সুতরাং সে আশা ত্যাগ করিয়া গোয়ালা হইয়া রহিলেন।

জ্যেষ্ঠ দুলাল সদ্দারের পুত্রকে অখল অথচ অক্রূর অতিধার্ম্মিক দেখিয়া রামকৃষ্ণ হাজরা আপন নিকটে চাকর রাখিয়াছিলেন এবং পৈতৃক ধুনাকিস্থির দোকান ছিল। কএক বৎসর পরে কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইলে আপন শ্রেণি পশ্চিম কুলের সদ্‌গোপের সমাজে ঐ ব্যক্তিকে হাজরা বাবুরা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হাজরা বাবুরা অবসন্ন হইলে কালীচরণ হালদারের দলভুক্ত হন কিন্তু আমরা উহারদিগের বাটীতে কখন পদার্পণ করি নাই কেবল বানাড়িয়া কাশীযোড়ার ব্রাহ্মণেরা যাইতেন। বংশ দোষপ্রযুক্ত আপন নামের আদ্যক্ষর ত্যাগ করিলে পর হালদার মহাশয় উক্ত ব্যক্তিকে দলহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। নিরুপায় দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণ লইয়া দলে থাকেন মাত্র তৎকালীন কায়স্থ কি কৈবৰ্ত্ত কি সদ্‌গোপ তাহার জাতি নির্দ্দিষ্ট কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা সন ১২১৬ সালের ৩০ কার্ত্তিকে, ঐ বৃদ্ধ দলিতাঞ্জন কালীর কলুব সারেঙ্গের মৃত্যু হয় ঐ প্রেত শ্রাদ্ধে টাণ্ডেল বাবুরা রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরকে সময়ের কারণ ছয় হাজার টাকা ঘুস দিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণ কায়স্থকে ভবনে আনিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গণ্ডূষও করেন নাই ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। ধৰ্ম্মসভার বৈঠকে এই কথা উত্থাপন হইলে রাজাকে কহিতে হইবেক তাঁহার পিতার আমলে এটাকা জমা হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পূৰ্ব্ব দিনে ৺ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তির তহবিল [হইতে হাওলাৎ লইয়া বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ও বাবু

রামচন্দ্র দত্ত এই দুই জনে একত্র ঐ সময়য়ের টাকা সমভিব্যাহারে রাজার নিকট দাখিল করিয়াছেন রাজার ভাগিনেয় বাবু নরনারায়ণ মিত্র ঐ টাকা বুঝিয়া লন চরণ ভায়া একথা অন্যথা করিতে পারিবেন না। যেহেতু ভায়া ঐ সারেঙ্গের পুত্র ও পুত্রবধূদিগের টর্ণি হইয়াছেন সর্ব্বদা সদর মফঃসলের কাম আঞ্জাম করিতেছেন দ্বিতীয় মফঃসল তালুকের কাম যাই দেখিতেছেন অতএব দপ্তর খুলে দেখিলে সময়য়ের খরচ দেখিতে পাইবেন। এইক্ষণে ভায়াকে জিজ্ঞাসা করি আমরা তাঁহার ক্ষতিকারক নহি কি অপরাধে প্রায় দুই শত ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থকে এক ঘরে করে রাখিলেন অতএব বুদ্ধিমান ভায়াকে আর কি কহিব তিনি হরবাবুর বড় ভাই ইতি।

শ্রীপ্রেমচাঁদ ঘোষ শ্রীরামগোপাল ঘোষ শ্রীরামরত্ন বসু শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র। সর্ব্ব সাং মলঙ্গা।

( ১১ নবেম্বর ১৮৩৭। ২৭ কার্ত্তিক ১২৪৪ )

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—চব্বিশ পরগনার মাজিষ্ট্রেটের সরহদ্দের মধ্যে খড়দহ গ্রামে হিন্দুরদিগের রাসযাত্রার সময়ে প্রতিবৎসর যে অন্যায় কর্ম্মসকল হয় তদ্বিষয়ক মল্লিখিত কএক পংক্তি আপনকার পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

বিষ্ণুমতাবলম্বে যাঁহারা তাঁহারা এই রাসযাত্রাকে অতিশয় মানেন এবং যাঁহারা এই রাস নিজ গৃহে করিতে অক্ষম হন তাঁহারা যেখানে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন শহরহইতে সেই স্থলে রাস দর্শন করিতে যান। খড়দহ শ্যামসুন্দর বিগ্রহের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান তজ্জন্য কলিকাতাস্থ মান্য ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য দেশীয় ইতর লোকেরা অনেকেই এই বিগ্রহের রাসলীলা দর্শনার্থ এই স্থানে গিয়া থাকেন। এবং দোকানদারেরা এই সময় লাভকরণার্থ নানাবিধ তামসিক দ্রব্যাদি লইয়া যান যে কএক দিবস রাস হয় সেই কএক দিন এই স্থলে অনেক আহ্লাদ আমোদের বিষয় দৃষ্ট হয় পোলীসের আমলারা যাহারদিগের এই গ্রাম রক্ষা করণার্থ ভার আছে ও এই স্থানের জমীদার এবং এই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন যে সকল গোস্বামী ইঁহারা নকলে কড় খেলায় অনেক টাকা পান তজ্জন্য প্রসিদ্ধ জুয়ারিরদিগের খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন অতএব এই কুকর্ম্মকারিরা মহোৎসবের কএক দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত জুয়াখেলা করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল লোকের ঐ খেলায় এলাকা আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত স্বীয় যথার্থ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত স্থানের নিকট পানিহাটীনামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর রাসবাটীতে এতদ্রূপ তামসিক ক্রীড়া মহোৎসবের দিবসে হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাৎপর্য্য এই যে বিচারপতিরা

এই সকল কুকর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্টা পান। সম্পাদক মহাশয় আপনি এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ লিখিলে আরো ভাল হইতে পারে। গ্রামবাসিনঃ। চিৎপুরের রাস্তার কোন্ স্থানে।

২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল।

( ১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ )

খড়দহের জুয়াখেলা।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে গত রাসযাত্রা সময়ে জুয়াখেলা নিবারণার্থ চব্বিশ পরগনার শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সাহেব উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সেই স্থানে এতদ্দেশীয় যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ আমার-দিগকে কহিয়াছেন যে ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া পোলীস আমলারদিগকে তদ্বিষয়ে অতিশক্ত হুকুম দিলেন বিশেষতঃ তিনবার অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে ও মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঢেঁড়রার দ্বারা ঘোষণা এমত করা গেল যে মাজিস্ট্রেট সাহেব জুয়াখেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এই আজ্ঞা যে উল্লঙ্ঘন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে। পরে সরকারী আমলারা বরকন্দাজ লইয়া রাস্তার ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং ঐ হুকুমক্রমে যে গোস্বামিরা সামান্যতঃ ঐ জুয়াখেলার লভ্যের কিঞ্চিৎ২ অংশ পাইয়া থাকেন তাঁহারাও তাহা বারণার্থ লোকত উদ্যোগী ছিলেন। যে চীনীয়েরা দলে২ ঐ স্থানে রীতিমত মেজ সমেত আসিয়াছিল তাহারা হতাশ হইয়া কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণের পর পরিশেষে আপনারদের বাক্স বন্ধ করিয়া রিক্ত হস্তে কলিকাতায় ফিরে গেল তথাপি শুনা গেল যে বাটীর মধ্যে কোন২ স্থানে দ্বার বন্দ করিয়া খেলা হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত মাজিস্ট্রেট সাহেব এই কুকর্ম্মের সমূলোৎপাটনার্থ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তবে আগামি বৎসরে আরো কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বৎসরে এই বিষয় তাঁহাকে স্মরণার্থ আমরাও কিছু মাত্র ত্রুটি করিব না।

যদ্যপি এই অতিপ্রসিদ্ধ নরক নিতান্তই উচ্ছিন্ন হইতে পারে তবে কলিকাতা ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকাররূপ স্বর্গ হইবে। এই উৎসবসময়ে দেশীয় নানা দিক্‌হইতে মহাজনতা উপস্থিত হয়। ইহাতে এই জুয়াখেলা নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি তাহা অতি দূর২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে। ঐ মহাপাপ স্থানে প্রতি বৎসরে লক্ষ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শতং বংশ্য একেবারে জন্মের মত দরিদ্র হইয়া যায়। ঐ বার্ষিক উৎসবে এইপর্য্যন্ত যে মহাজুয়া চলিতেছিল তাহাতেই ঐ উৎসব অতিপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীরামপুরস্থ রাস দর্শনার্থ ইহার পূর্ব্বে কলিকাতারাজধানীহইতে বহুতর লোক আসিত কিন্তু যদবধি ৺ প্রাপ্ত হলনবর সাহেব জুয়া উঠাইয়া দিলেন তদবধিই এই রাসের জাঁক ভাঙ্গিয়াছে।

( ১৮ নবেম্বর ১৮৩৭ । ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—এই কয়েক পংক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দর্পণে স্থানে দিয়া আমারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রকাশ করুন।

সম্পাদক মহাশয় প্রতি বৎসরে খড়দহ গ্রামে শ্রীযুত মহাবংশ্য গোস্বামিদিগের ৺শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর ঠাকুরের রাস যাত্রা মহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাবধি তিন দিন ব্যাপিয়া দিবা রাত্রি চতুর্দ্দিক ন্যূনাধিক ২০ ক্রোশ হইতে নানা স্থানীয় স্ত্রীপুরুষ সাধারণ বহুতর লোকের সমাগম হইয়া থাকে। অতএব ঐ মহোৎসব এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষে একপ্রকার আনন্দজনক বটে কিন্তু মহা খেদের বিষয় এই তাহাতে যে দুইটা মহানিষ্ট ব্যাপার অর্থাৎ অনেক লোকের ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হয় যেহেতুক ঐ মহোৎসবের জাঁকের প্রধানাঙ্গই ফড়খেলা। তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র সন্তানের সর্ব্বনাশ হইয়া যায় ইতোর লোকের বিষয় বক্তব্য নহে। প্রাণ হানির বিষয় ঐ উৎসবের সময়ে এবং তাহা সমাপনের পরদিবসে গোষ্ঠ বিহার যাত্রা দর্শনার্থ এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিশেষতঃ অধিকাংশই স্ত্রীলোক এক২ খান পারাবারের পানসিতে সমাবেশের অধিক দ্বিগুণ ত্রিগুণ নাবিকেরা লইয়া পার করে। তাহাতে প্রতিবৎসরেই দুই তিন খান পানসি মগ্ন হইয়া অনেকের প্রাণ হানি হয়। অতএব ইহার অধিক অনিষ্ট আর কি আছে পরন্তু এই মহানিষ্টের মধ্যে ধন ক্ষয়ের বিষয় শ্রীযুত সম্বাদ পত্র সম্পাদকাগ্রগণ্য মহাশয়েরদিগের সম্বাদ পত্রে বিশেষ আন্দোলন হওয়াতে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারদের দৃক্‌পাত হইয়া এই বৎসরে প্রায় রহিত হইয়াছে। প্রাণহানির বিষয়ও আপনারদের সম্বাদ পত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে নিবৃত্ত হইবে এমত দৃঢ় তর ভরসা আছে। যেহেতুক আপনারা যখন যে বিষয় ধরেন তাহা তখনই হউক বা কিছু বিলম্বে হউক লিখিতে২ প্রায় শেষ করিয়াই থাকেন। অতএব আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক অগ্রে মহাশয়েরদিগকে পশ্চাৎ বিচারকর্ত্তাকে আমারদের মহোপকারের প্রতিদানস্বরূপ অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া শ্রীশ্রী৺ সন্নিধানে নিয়ত প্রার্থনা করি যে আপনারা চিরজিবী হইয়া এই সকল কুব্যবহার নিবারণে যত্ন করত শ্রীশ্রী৺ অনুগ্রহ পাত্র হউন। কেষাঞ্চিৎ জুয়ারি পুত্রাপহৃত সার্ব্বস্বনাং।

## আমোদ-প্রমোদ

( ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮ )

এতদ্দেশীয় নর্ত্তনাগার।—কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্ত্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মসকল নির্ব্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লীক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। ঐ নর্ত্তনশালা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়।

( ৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮ )

হিন্দু নাট্যশালা।—হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্ব্বং বুধবারে নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আরম্ভ হয় এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনবিষয়োৎসুক এক মহাশয়কর্তৃক রচিত অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ হইল।

তৎপরে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকর্তৃক সংস্কৃত রামচরিত্রবিষয়ক ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত সুসজ্জ যাত্রানুষ্ঠায়ি কর্তৃক উচ্চারিত হইল। এতাদৃশ অন্যান্য কাব্যও তৎসময়ে পঠিত হইল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক কাব্যের শেষ প্রকরণ পাঠ হইল। দিদৃক্ষু ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রীযুত সর এডবার্ড রৈয়ন সাহেব এবং অন্যান্য মান্যা বিবি ও সাহেবেরা ছিলেন তদ্দৃষ্টে তাঁহারা পরমাপ্যায়িত হইলেন। অপর হরকরা পত্রে লেখে শ্রুত হওয়া গেল যে ইহাহইতেও এক বৃহন্নাট্যশালা প্রস্তুত হইবে এবং এতৎকর্ম্ম সম্পাদনার্থ যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষমধ্যে প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—…গত ১৪ পৌষ বুধবার [ ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১ ] রজনী যোগে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি একৃট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার অনেক আত্মীয় ঐ রামযাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অবগত হইলাম…রামলীলা নাটকের মত যাহাং ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকেরা তরজমা ভাষাভ্যাস করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ সীতাইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন তাহাতে কে কোন্ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে লিখিব।…এদেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক গ্রন্থসকল বর্ত্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইহাঁরা ধনিলোকের সন্তান ইহাঁরদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিদমনের ছোঁড়াগুলা সর্ব্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আদুলি] না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না

সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ্ নাই।

ইহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশ ভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলিন বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাঁহারা যে২ সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা।…১৫ পৌষ। কস্যচিৎ পাঠকস্য।

( ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। অস্মদ্দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনবিষয়ক বার্ত্তা শ্রবণে এবং যাত্রা কি পর্য্যন্ত প্রশংসা ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গেরা যেরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রূপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা আমরা শ্লাঘ্য করিয়া মানি। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা যাদৃশ সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশজাত ভাবল্লোকের মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্তু এ কেবল হাস্যাস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় দ্রস্বদর্শি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। যদি ইহাতে ঐ শ্রেষ্ঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং হিন্দুর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তত্তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন। অল্প কালের মধ্যে বুঝি হিন্দু ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা চৌরঙ্গীর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরদের তুল্য হইবেন। যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিকা ও রত্নাকর সম্পাদকেরা হিন্দু হইয়া হিন্দুরদের নাট্যশালা এবং ঐচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ ঐ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতিসহজ। প্রকৃত নাট্যের ব্যাপারে তাঁহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাঁহারদের বুদ্ধি অল্প কেবল গালাগালি দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ ঐ অযুক্তধর্ম্মি অথচ স্বীয় মতমাত্রে আসক্ত সম্পাদকেরা নাট্য পদার্থ যে কি ইহাও বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের উন্নতিবিষয়ে শাত্রবাচরণ করিয়া তাঁহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন অতএব তাঁহারদের বিষয় আমার কিছু মনোযোগযোগ্য নহে।

অপর ঐ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা জুলের সিজর অথবা অমর সেকস্পিয়র কোন কাব্যহইতে নীত কথাদ্বারা যাত্রারম্ভ না করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ এতদ্দেশীয় উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক কথা লইয়া নাট্যারম্ভ করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদ্যপি তাঁহারা জুলের

সিজর বা সেকসপিয়রের কথা লইয়া আরম্ভ করিতেন তবে ঐ অযুক্তধর্ম্মি ও স্বমতব্যাত্রাসক্ত সম্পাদকেরদের তিরস্কারকরণের সম্ভাবনাই ছিল না যেহেতুক তাঁহারা উক্ত কাব্যসকলের কিছুমাত্র জানেন না। উত্তর রামচরিত্রবিষয়ক হিন্দুরদের নাট্যশালায় যাত্রা হইবে ইহা শ্রবণে তাঁহারা রামযাত্রা জ্ঞান করিয়া নানা অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন সে যাহউক অস্মদ্দেশীয়কর্তৃক কৃত নাট্যশালাদর্শনে আমরা পরমামোদী হইলাম এবং তৎসংস্থাপক মহাশয়েরদের ও ঐচ্ছিক যাত্রাকারিমহাশয়েরদের কর্ম্ম যে সফল হইবে এমত আমারদের ভরসা। কস্যচিৎ বুলবুলস্য।

পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের সাহায্যে আমি বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস রচনা করিয়া 'মাসিক বসুমতী' পত্রে (১৩৩৯ সালের বৈশাখ—শ্রাবণ, ও কার্ত্তিক সংখ্যা দ্রষ্টব্য) প্রকাশ করিয়াছি।

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। শ্রীশ্রী ৺ শিবনগরীতে শ্রীশ্রী ৺ শারদীয় পূজাকালীন তত্রস্থ সৌখিন বাবুসকলে সক করিয়া সকের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা শ্রীযুত তারিণীচরণ কবিরাজের বাটীতে সর্ব্ব মনোরঞ্জনার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কাব্য অল্প দিবসের মধ্যে এমত অপূর্ব্ব হইবেক আমারদিগের স্বপ্নের অগোচর আবালবৃদ্ধ ললনা কুলবধূপ্রভৃতি তদ্দর্শনার্থ বৈদ্যরাজের ভবনে গমন করিয়া সর্ব্বশর্ব্বরী আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাপন করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে শ্রীযুত রামরতন দ্বিজবিচক্ষণ মহাশয়ের বাটীতে যাত্রাহওয়াতে দলাধিপতি মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুত রামচন্দ্র সরকার বাবুর কোন বিশেষ গুণাগুণ প্রকাশ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে ঐ বাবুজী ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া দ্বিজপক্ষে চন্দ্রকান্ত যাত্রার উপলক্ষে যাত্রা সংগ্রহ করিতেছেন। ৭ পৌষ বুধবার শ্রীযুত সুধাকরসম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ বাবুর ৫০০০ পাচ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে সে সকলি অলীক কারণ অদ্যাবধি তদ্বিষয়ে পাচ পয়সাও খরচ হয় নাই অনুভব হয় যে মুদ্রা অভাবে যাত্রা শীঘ্র অযাত্রা হইবেক কেননা যে সকল নববাবুরা নবঅনুরাগে নির্ভর করিয়া স্ব২ অভিলাষ পূর্ণার্থে ঐ কাব্যে কাক্ষ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন বাবুজীকে কাবু করিতে না পারিয়া আপন২ স্থানে পয়ান করিয়াছেন। বাবুজী এক পয়সার মা বাপ কেবল বাবু নাম ধারণ করেন এইমাত্র।...কস্যচিৎ তীর্থযাত্রিণঃ।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২২ পৌষ ১২৪৫)

যেমন শীত কালাগমনে ইউরোপিয়দিগের মধ্যে সুখ ও আমোদ জন্মিয়াছে তেমনি আমারদিগের বন্ধু উড়িয়া দিগকে অপকার করিতেছে। বহুক্ষণে কলিকাতানগরে দেখা যাইতেছে যে কতক গুলিন নৃত্যকর উড়িষ্যা মুলুকহইতে উপস্থিত হইয়া রাম লীলা নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহা যথার্থ এক নূতন বিষয় বটে এবং কোন সন্দেহ নাই যে

তাহারদের দেশস্থ লোকের ও এমত সকল লোক সাহস বুঝিতে পারেন আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন।

( ২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮ )

আখড়া সংগ্রামবিষয়ক।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয় আমারদিগকে লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তর রামচরিত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় যে যাত্রা করিয়াছিলেন সে সম্বাদ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে গত ৩ মাঘ রবিবার বুল্ বুল্ লড়াই হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি সে যাহা হউক গত ৯ মাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিকের মেছুয়াবাজারের বাটীতে বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত মোহনচাঁদ বসু এবং যোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুত কাশী নাথ মুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়া সংগীতের যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন কি না যদি প্রকাশ করেন তবে জয় পরাজয় লিখিয়া দিবেন।

আমরা ঠাকুর বাবুর কৃত যাত্রার সম্বাদ যে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কারণ ঐ বিষয় এদেশে নূতন হইয়াছে বুল্‌বুল্ লড়াই মনিয়া লড়াই আখড়াগান এতন্নগরে বহুকালাবধি হইতেছে অতএব তাহার বৃত্তান্তশ্রবণে কাহার তুষ্টি আছে ঐ বিষয় যে ব্যক্তি চক্ষে দেখেন ও স্বকর্ণেতে শ্রবণ করেন তাঁহারি সুখানুভব হয়। যাহা হউক চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের অনুরোধে আখড়ার বিষয়ে আমরা যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক আপন বাটীতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ স্থাপিতা ত্রিলোকজননী পতিতপাবনী শ্রীশ্রী৺ সিংহবাহিনীর ধাতুময়ী প্রতিমা পূজার পালার অবসান দিনে মহাঘটা করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বহুবিধ ধনদান করিয়াছেন শুনিলাম নিমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছয় টাকা আর রবাহূতদিগকে ২ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইত্যাদি ঐ সকল ব্যাপারে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যুপলক্ষে উক্তস্থানস্থ সুরসিক গায়কদিগকে আহ্বান করিবাতে তাঁহারা উভয়দলে সসজ্জ হইয়া আসিয়াছিলেন আপন২ ক্ষমতানুসারে বিবিধ যন্ত্রের বাদ্যকরত অপূর্ব্ব সুস্বরে গান করিয়াছেন ইহাতে সংগ্রাম হইয়াছিল কিন্তু ইহা প্রকৃত আখড়াগান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না এজন্য অনেকেই কহেন নিম আখড়া অথবা কেহ কহেন হাপ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল। যাহা হউক তাহারদিগের গানে সকলেই তুষ্ট হইয়াছেন ইহাতে বাগবাজারবাসিরদিগের গানের ও সুস্বরের প্রশংসা অনেকে করিয়াছেন যোড়াসাঁকোনিবাসিদিগের সুরের কারিগরি এবং উচ্চস্বরের প্রশংসাও হইয়াছে ইহাতে জয়পরাজয় কি কহিব মোহনচাঁদ বসু প্রথমে গলায় ঢোল বান্ধিয়া নিশান তুলিয়া রাজপথে গানকরত স্বগৃহে গমন করেন পরে যোড়াসাঁকোনিবাসিরা আর এক গীত অতিউচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া ঢোল বান্ধিয়া বড় এক ধ্বজা তুলিয়া বড় রাস্তায়২ বেড়াইয়া

স্বস্থানেগমনে আহ্লাদিত হইয়াছেন আখড়াবিষয়ের এইমাত্র আমরা জ্ঞাত ছিলাম তাহা লিখিলাম।—চন্দ্রিকা।

মোহনচাঁদ বসুর আর একটি গাহনার সংবাদ ১৮৪৬ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১২৫২, মঙ্গলবার) তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে পাওয়া যায়ঃ—

সরস্বতী পূজা।—গত শনিবারে কলিকাতা নগরে সরস্বতীপূজা অতি বাহুল্যরূপে হইয়াছে, বিশেষতঃ তিন জন সম্ভ্রান্ত লোকের অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব, শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ ধর এই তিন প্রধান ধনির বাটীতে উত্তম রূপ আমোদ হইয়াছিল, আশুতোষ বাবুর ভবনে অর্দ্ধ আখড়াই হয়, তাহাতে দুইদল ভদ্রলোক × × × ত বাদ দ্বারা সমাগত ভদ্রগণকে সন্তোষপ্রদান করিলেন, শুনা গেল ঐ সংগ্রামে যোড়াসাঁকো নিবাসি ভদ্রদল জয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে রাত্রি দশ ঘণ্টাকালে ফিরোজ খাঁ নামক প্রসিদ্ধ গায়কের গানারম্ভ হইয়াছিল × × তৎপরে দুইদল বিশিষ্ট × × করেন তাহাতে একদল × × প্রশংসিত পাঁচালীকর পরাণ মিত্র × × × ব্রজনাথ ধর মহাশয়ের × × স্থানেও অর্দ্ধ আখড়াই হইয়াছিল, ব্রজনাথবাবু ও তৎকনিষ্ঠ সহোদর বিনীত স্বভাবে সকলকে বসাইয়া পরমামোদে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, শুনিলাম ধরবাবুর বাটীর আখড়াই গানে বাবু মোহনচাঁদ বসু জয়ী হইয়াছেন।

( ১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯ )

শ্রীশ্রী৺ শারদীয় পূজা সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্ন।...এই পূজোপলক্ষে নগরমধ্যে নৃত্য-গীতাদির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উভয় বাটীতে ধারাবাহিক বোধন নবমীঅবধি মহানবমীপর্য্যন্ত নাচ তামাসা হইয়াছে তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগ দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়া-ছিলেন তদ্ভিন্ন শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রতিপদবধি নবমীপর্য্যন্ত নাচ হয় তথায় নেক্কীপ্রভৃতি নর্ত্তকী নিযুক্তা ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে কিপ্রকার আমোদ হইয়াছে। পরন্তু শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর শ্রীশ্রী৺ পূজার সময়ে মুরশিদাবাদের বাটীতে গমন করেন নাই এজন্য এই স্থানেই অম্বিকার্চ্চন করিয়াছেন যদ্যপিও রাজা বাহাদুর শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট আছেন তথাপি রাজার মত কর্ম্মের কোন প্রকারেই ত্রুটি হয় নাই কেননা তিনি অতিধার্ম্মিক জ্ঞানী ধনী যথাবিহিত অর্থাৎ অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ। আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি ইত্যবধানে অপূর্ব্বরূপে প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক এবং নানা শাস্ত্রবিশারদ সুব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং দ্রব্যাদির আতিশয্যের সীমা কি। অপর এখানকার ধর্ম্মসভামতাবলম্বি প্রায় যাবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এতাদৃশ বাহুল্যব্যাপারেও নৃত্যগীতাদির অল্পতা নহে বিশেষতঃ বিসর্জ্জনকালে ৺ গঙ্গার উপরে নৌকা শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক তদুপরি নাচ হয় এপ্রকার তামসা কলিকাতায় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল তাহাতে যাঁহারা২ অসুখী হইয়াছিলেন তাহারদিগেরও সে ক্ষোভ দূর হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺

পূজার সময়ে যেপ্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যূন হইয়াছে কেননা ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিকপ্রভৃতি ইঁহারা পূজার সময়ে নাচ তামাসাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারদিগের বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমনহওয়া ভার ছিল যেহেতুক ইঙ্গরেজপ্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুলবাহুল্যে পথ রোধ হইত। উক্ত মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ ন্যূন হয় মল্লিক বাবুদিগের পূজার পালা আট অংশ হইল তাঁহারা বহুদিবস পরে এক জন পালা পান সেই বৎসরই পূর্ব্বরীতি মত কর্ম্ম করেন তথাচ রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্রেরা ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা ও শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ আঢ্য অনেক দিবস পূজার সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমেং উক্ত মহাশয়েরা ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু শোভাবাজারের রাজবাটীতে এবং যোড়াসাঁকোর সিংহ বাবুরদিগের বাটীতে প্রতিবৎসর নাচ হইয়া থাকে এবৎসর সিংহ বাবুরা ক্ষান্ত হইয়াছেন ইহার কারণ আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি যাহা হউক ইদানী এই নগরমধ্যে চারি স্থানে নাচের বাহুল্য ছিল সিংহ বাবুরদিগের বাটীতে না হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর এস্থানে পূজাকরাতে আমারদিগের আনন্দের অঙ্গ হীন না হইয়া চারিপাদ পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব প্রার্থনা রাজা বাহাদুর ঝটিতি অরোগী হইয়া এই মহানগরে বাসকরত দুর্গোৎসবাদি কর্ম্ম করিয়া এপ্রদেশীয়েরদিগের আনন্দজনক হউন।— চন্দ্রিকা।

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্ত্তিক ১২৪০)

দুর্গোৎসব নিকট হওয়াতে আমারদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং ভাগ্যবন্ত বা গরীব যাঁহারা তামাসা দেখিয়া সুখবোধ করেন তাঁহারা অতিপ্রফুল্লমনে নিরীক্ষণ করিতেছেন দুর্গোৎসবের সে দিন কবে আসিবে আর স্থানেং পূজার তাবৎ প্রস্তুত হওয়াতে চতুর্দ্দিগে ক্রয় বিক্রয়ের শব্দই শুনা যাইতেছে এবং ধনরূপ দেবতার আরাধনার্থ যাঁহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সামগ্রীসহিত দুর্গার আরাধনার্থ স্বদেশে গমন করিতেছেন অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্ব্বক আহারাদির ধুমেই কএক দিবস কাটাইবেন এবং পরিশ্রমি গরীব লোকেরাও ধনির নিকট তাঁহারদিগের জিনিস পত্র অধিক বিক্রয় করিয়া কএক দিবস সুখে থাকিবেন কিন্তু যদিও এই পুত্তলিকা পূজাদিকে আমরা ঘৃণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্ম্মেতে স্বদেশীয় লোকেরদিগের আহ্লাদেই আমরা আহ্লাদিত আছি কেননা যাঁহার যেপ্রকার মত তদনুসারে তিনি কর্ম্ম করুন তাহাতে আমরা প্রতিবন্ধক নহি পরন্ত যেমতে চলাতে যখন তাঁহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন সেই মতে দোষ দেখাইয়া আমরা অবশ্য বারণের চেষ্টা করিব। অদ্যকার জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় লিখিয়াছেন যে

এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিতৃপিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে ব্যয় করিতেছেন অতএব কহিতেছি এ সকলবিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির চক্ষুকর্ণের সুখের বিপক্ষ নহি কিন্তু আবশ্যক বিষয়ে শৈথিল্য করিয়া অনাবশ্যকবিষয়ে অধিক ব্যগ্র দেখিলে সে বিষয়ে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমারদিগের উচিত এবং নাচপ্রভৃতি অন্যান্য বিষয় যাহা দুর্গোৎসবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মের অংশ নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকেরা ঐক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ মহাশয়েরাও শুনিতে পারেন যে সকল ভারি২ বিষয়ে তাঁহারদিগের সাহায্য করা এবং তত্ত্ব নেওয়া অত্যাবশ্যক সেসকল বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া নাচপ্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্যে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি সর্ব্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয় দেখিতে পান না যে ঐ সকল বিষয়ে তাহারদিগের সাহায্য করিতে হয় আর ভারতবর্ষ কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্চে উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের তাবৎ গ্রামেই কি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে আর ভারতবর্ষস্থ তাবদ্দঃখি ভিক্ষুকেরাও কি সুখী হইয়াছেন ইহাতে যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা স্বীকার করেন এ সমুদায়ই হইয়াছে তবে তাহারা নৃত্যাদিতে যে ব্যয় করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জনকের শ্রাদ্ধে এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দানের যে নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত বোধ করিলে নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্ত্তন করিয়া যে ধন বাঁচিবে তাহা কি২ বিষয়ে খরচ করিতে হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা তাহা না জানেন তবে কহিতেছি ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথবা বিলাতে গমোপযুক্ত জাহাজ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা যাহা এতদ্দেশীয় লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন কিম্বা ঐ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন অথবা নানাবিধ শিল্প যন্ত্র এবং দেশের চাস বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নূতন২ অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে ব্যয় করুন কেন না ঐ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্ভ্রমের পত্তন যে প্রকার দৃঢ়তর ভাল নৃত্যাদি করাইলে তাহার লাভ সম্ভ্রম তদ্রূপ হইবেক না জ্ঞানান্বেষণে স্থান সঙ্কীর্ণপ্রযুক্ত পরিশেষে এই কহিয়া সমাপ্ত করিতেছি যে আমরা যাহা লিখিলাম দেশস্থ মহাশয়েরা তাহাতে মনোযোগ করেন ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কার্ত্তিক ১২৪৬ )

বর্ত্তমান বর্ষীয় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য সং দর্শনার্থ খ্রিষ্টিয়ানগণের মধ্যে অত্যল্প মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন এতদ্দর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি আর যখন সর্ব্বসাধারণে একেবারে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ পরিত্যাগ করিবেন তখন আমরা আরো অধিক সন্তুষ্ট হইব কারণ তাহাতে তাঁহারদিগের জ্ঞান ও সুনীতি এবং অন্যান্য বিদ্যার আধিক্য হইবে। আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনী বিশিষ্ট মনুষ্য যাহারা নৃত্য

বিষয়ে উৎসাহ করিতেন তাঁহারা এইক্ষণে ঐ নৃত্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম সভায় নিন্দিত এবং জানি বিদ্বিষ্ট এই বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন যদ্যপি তাঁহারা উৎসবোপলক্ষে উৎসাহই করেন তবে তাঁহারা ঐ যবন রমণীর নৃত্যের পরিবর্ত্তে অন্যকোন উৎসাহ করেন কেননা মহৎ ভদ্র জ্ঞানী জনগন দর্শন করণে সমর্থ হয়েন। [জ্ঞানান্বেষণ]

( ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২৭ মাঘ ১২৪০ )

বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ।—বহুকালাবধি এতন্নগরে একটা মহামোদের ব্যাপার আছে বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকেই সুখি হইয়া থাকেন এজন্য ধনবান্ এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ২ ঐ সুখ বিলক্ষণাস্বাদনকারণ সম্বৎসরাবধি উক্ত পক্ষি পালনকরন বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন শীতকালে এক দিবস যুদ্ধ হয় সংপ্রতি গত ১৪ মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে ঐ যুদ্ধ হয় তাহাতে মহাসমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাবু হরনাথ মল্লিকের এক দল পক্ষী এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়েরা ঐ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন তাঁহারদিগকে তদ্বিষয়ে আহ্বান করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাঁহারা সোয়াকীনরূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্বিষয়ঘটিত সুখে মহাসুখি হন সুতরাং এই ত্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীমা কি। যাঁহারা ঐ যুদ্ধসেনার শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর জয় পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল দর্শকেরা মল্লিক বাবুর সেনাশিক্ষক খলীপাদিগকে বারং ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু সর্ব্বশেষে অর্থাৎ দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।—চন্দ্রিকা।

( ৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩ )

নবীন কুস্তিগীর।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—বিহিত বিনয়পুরঃসর নিবেদন মিদং। সংপ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ৺ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তি বালিনামক গ্রামে অভিনব জনেক কুস্তিগীর মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়নামক যাঁহার ভোজনের বৃত্তান্ত ইহার পূর্ব্বে শ্রাবণ মাসীয় চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রপ্রভৃতিতে উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ঐ কুস্তিগীরি বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্বিস্তার বর্ণন বাহুল্য যে হউক কিন্তু এতদ্রূপ বলবান ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ এসকল বিদ্যাতে সুপণ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অস্মদাদির বোধ হয় যে এতৎপ্রদেশস্থ অতিবিখ্যাত রাধাগোয়ালা ও তাহার পুত্রদ্বয় এবং আর২ বিলক্ষণ বলবান ও যাঁহারা এমত কুস্তিগীরি কার্য্যে প্রকৃত দক্ষ এমত ব্যক্তিরদিগকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে

পরাভব করিয়া দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারেন এবং কুস্তি করিলে যেং কার্য্য নিষেধ এবং যে সকল কর্ম্ম বিধেয় তাহা তিনি প্রকৃষ্টরূপে অবগত আছেন এইক্ষণে যে কেহ উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে অথবা এতদ্বিষয়ের কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থনা রাখেন তবে তিনি ঐ নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিলে অথবা লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্য তাবদ্বৃত্তান্তাবগত হইতে পারিবেন। এবং এতন্মহানগরস্থ তাবদৈশ্বর্য্যশালী মহাশয়েরদিগের প্রতি অস্মদাদির বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন এই যে কোন মহাশয় স্বীয়২ বহির্দ্বারে সমূহ বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিরদিগকে দ্বারপালত্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন যদ্যপি তাহারদিগের দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষা লইতে মনস্থ করেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বালি গ্রামের দক্ষিণপল্লীস্থ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী অথবা শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটে লিপি প্রেরণ করিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া ঐ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মহাশয়ের সমীপস্থ করিব। অতএব হে সম্পাদক মহাশয় আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বার্ত্তা দর্পণে অর্পণ করিয়া বাধিত করিবেন ইতি।—কেষাঞ্চিৎ বালিনিবাসি দ্বিজাদি সমূহ সজ্জনগণানাং।

## জনহিতকর অনুষ্ঠান

( ৭ আগষ্ট ১৮৩০। ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭ )

শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী সর্ব্বসাধারণ উপকারার্থে যে পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন তদ্দ্বারা যদিও আমরা তাঁহারদের দ্বারা শ্রুত হই নাই কিন্তু পরম্পরা শুনিতেছি যে বর্ষাজন্য তন্নির্ম্মাণকরণ রহিত হইয়াছে হেমন্তকালাবধি পুনরারম্ভ হইবেক এবং আগামি বৎসরে সমাধার কল্প আছে।

( ২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬ )

টাকি নিবাসি বাবু অতি প্রশংসনীয় ধনী উক্ত বাবু টাকি হইতে বারাসতপর্য্যন্ত প্রায় ১৮ ক্রোশ এক রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন এরাস্তায় অনেক শকটাদি গমনাগমনে অতি সৌলভ্য হইয়াছে উক্ত বাবুর লক্ষমুদ্রার ব্যাপার হইয়াছে এবং ঐ বাবু এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এই বিদ্যালয়ে এক জন সুশিক্ষিত ইংলণ্ডীয় অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত আছেন ইহার অধীনে ছাত্রগণ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবেন। এবং ঐ অঞ্চলস্থ দীনহীন গণের উপকারার্থে বিনা বেতনে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করণে মানস করিয়াছেন। এবং এই চিকিৎসালয়ে এক জন উত্তম বিজ্ঞ ইউরোপীয় সাহেব নিযুক্ত থাকিবেন। এই চিকিৎসালয় সংস্থাপনে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিগে চতুঃক্রোশ মধ্যস্থ

লোকেরদিগের মহোপকার হইবে। উক্ত প্রশংসনীয় বাবু এমত মহোপকারক যে সকল কার্য্য করিয়াছেন এখনপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্তু আমরা বোধ করি যে তাঁহারা শ্রবণ মাত্রেই সাহায্য করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ৪ এপ্রিল ১৮৩৫। ২৩ চৈত্র ১২৪১ )

ফোর্ট উলিয়ম। জুদিসিয়ল ও রেবিনিউর ডিপার্টমেণ্ট। ৫ মার্চ্চ ১৮৩৫।—

শ্রীলশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্ব্বসাধারন লোকের উপকারের নিমিত্ত ভিন্ন২ লোকেরা নিজ ব্যয়েতে কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তদ্বিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে।

ভিন্ন২ লোকের দ্বারা সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারজনক কর্ম্মের বিবরণ পত্র।···

শ্রীলশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বাঞ্ছা ছিল যে যাঁহারা এতদ্রূপে সর্ব্বসাধারণের হিতজনক কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিরাজমান হন তাঁহারদিগকে গবর্ণমেন্টের সন্তোষজনক কোন বিশেষ চিহ্ন প্রদান করা যায়। এবং এই বাঞ্ছিত বিষয় সফলকরণার্থ ১৮৩৪ সালের জানুআরি মাসে হুকুম হয় যে কলিকাতা রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলায় এক রিপোর্ট প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে গত কএক বৎসরের মধ্যে ভিন্ন২ লোকেরা নিজব্যয়েতে সর্ব্বসাধারণের উপকারক যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে।

ঐ রিপোর্ট দৃষ্ট হইয়া অতিসন্তোষ জন্মিল যে সকল কার্য্য বিষয়ের রিপোর্ট হইয়াছে যদিও তাহার মধ্যে কোন এক কার্য্য অতিবৃহৎ নহে তথাপি তাহার মধ্যে এমত গুরুতর কার্য্য আছে যে তাহার সংখ্যা বাহুল্যক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে যে হিতজনক ব্যাপার হইয়াছে বা হইতেছে তাহা ইহার দ্বারা আরো বৃদ্ধি হইল।

উক্ত প্রধান২ কার্য্যের সংখ্যা বিবরণ এই।

প্রথম।—৪ লৌহময় সাঁকো।

দ্বিতীয়।—৮৬ ইষ্টকনির্ম্মিত সাঁকো।

তৃতীয়। ৭০ নানা রাস্তা এবং তন্মধ্যে কোন২ রাস্তা ১২।১৪ ক্রোশ করিয়া দীর্ঘ।

চতুর্থ।—৪১২ পুষ্করিণী।

পঞ্চম।—১১৩ চৌবাচ্চা।

ষষ্ঠ।—১০৭ ঘাট।

সপ্তম।—পথিকেরদের উপকারার্থ ১৫ সরাই এতদ্ব্যতিরিক্ত নানা রাজপথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ। এবং পথিকের উপকারক ও সর্ব্বসাধারণের হিতজনক অন্যান্য নানা ব্যাপার।

যে মহানুভব মহাশয়েরা স্বদেশের উপকারার্থ এমত যত্ন করিয়াছেন উচিত হয় যে তাঁহারদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব শ্রীলশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুকুম করিয়াছেন যে পশ্চাল্লিখিত তকসীলে যে সকল মহাশয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে তাঁহারদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় কিন্তু শ্রীলশ্রীযুত এই অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি বিশেষ বাচনি করিয়া অগ্রগণ্য ব্যক্তিরদের নাম না লেখেন তবে তাঁহার ত্রুটি হইতে পারে। নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের ৺প্রাপ্ত রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর।

৺প্রাপ্ত মহারাজ দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বালা বাই।

শ্রীমতী বেগম সমরু।

৺প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়।

রাজা পটনি মল।

রাজা শিবচন্দ্র রায়।

রাজা নৃসিংহ রায়।

হাকিম মেন্দীআলী খাঁ।

রাজা মিত্রজিৎ সিংহ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

রাজা আনন্দকিশোর সিংহ।

রাজা জয়প্রকাশ সিংহ।

রাজা গোপালেন্দ্র।

পুরণিয়ার শ্রীমতী রাণী জুরন নিসা।

টাকির শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়।

যশোহরের শ্রীযুত বাবু কালী ফতেদার [ পোদ্দার ]।

এতএব যে মহানুভব মহাশয়েরা আত্মসম্ভ্রমজনক অথচ স্বদেশের উপকারক কার্য্যকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রূপে অগ্রগণ্য হইয়াছেন তাঁহারদের প্রতি গবর্ণমেণ্ট বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন। ভরসা হয় যে তাঁহারা এতদ্রূপ সম্বন্ধে নিয়তই চলিবেন তাহাতে তাঁহারদের মনে সন্তোষ জন্মিবে এবং তাঁহারদের মহানুভবের এক চিহ্ন প্রকাশ এবং তাঁহারা ইদানীন্তন লোকেরদের বিবেচনাপেক্ষা উত্তম বিবেচনা করিতে যে অগ্রসর হইয়াছেন এমত প্রকাশমান হইবেন। শ্রীলশ্রীযুত এমত ভরসা করেন যে আদর্শস্বরূপ তাঁহারদিগকে দেখিয়া অন্যান্যেরাও তৎপথগামী হইবেন এবং গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণ মহামহোপকারক কর্ম্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও ভিন্ন২ লোকেরদের বদান্যতা ঐক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন হিত সম্ভাবনা তদ্রূপ অপর কোন ব্যাপারের দ্বারা নাই।

( ২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ । ১৩ বৈশাখ ১২৪২ )

শ্রীযুত ডেবিড কারমাইকল স্মিথ সাহেব বরাবরেষু।—আমরা হুগলি জিলানিবাসি জমীদার তালুকদার পত্তনি তালুকদার ইজারদার উকীল মোক্তারকার ওগয়রহ নিবেদন করিতেছি। আপনি তের বৎসর পর্য্যন্ত এই জিলাতে থাকিয়া অতিসম্ভ্রান্ত ও বদান্যতাপূর্ব্বক যেরূপ পরহিতার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতেই আমরা বিশেষ বাধ্য হইয়াছি এবং মাজিস্ত্রেট জজপ্রভৃতি নানাপদোপলক্ষে আপনি এই জিলানিবাসি ও সাধারণ লোকের যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা পরমকৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আপনকার অতিগুরুর কার্য্য অতিদতর্কতা ও নৈপুণ্যরূপে নির্ব্বাহ করাতে এই জিলার মধ্যে পূর্ব্বে যে সকল অনিষ্ট জন্মিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া প্রজারদের প্রাণ ধন রক্ষা পাইয়াছে।

এবং নানাবিধ উপকারার্হ ইমারত ও রাস্তা ও পুল নির্ম্মাণকরণ দ্বারা গমনাগমনের সুগম করাতে আপনি এই জিলার সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধতার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহুতর পুষ্করিণী খনন করাতে আমারদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন ইত্যাদি নানা কার্য্যেতে অস্মদাদির ও সাধারণ লোকের যাদৃশ উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনকার নিকটে অত্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করি। এবং আমারদের আরো এই বিষয়ে বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইতেছে যে আপনি এই জিলাতে অনেক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাতে এই জিলার মহোন্নতি ও চিরকালীন সম্ভ্রম হইবে এবং যদ্যপি আমারদের বাধ্যতা স্বীকারের আর কোন কারণ নাও থাকিত তথাপি আমারদের এই এক প্রধানবিষয়ক উপকারের দ্বারা চিরস্মরণ থাকিবে যে আমরা কিপর্য্যন্ত আপনকার নিকটে বাধ্য হইয়াছি।

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে সুপ্রিম কৌন্সেল আপনকার মহা২ গুণ বিষয় অবগত হইয়া আপনাকে যে মহোচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের উপকারকরণোপায় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমারদের পরমসন্তোষ জন্মিয়াছে। অতএব আমারদের সতত অভিলাষ এই যে আপনকার যেমন গুণ তেমনি নিয়ত উন্নতি হয় এবং আপনি স্বাস্থ্যপূর্ব্বক দীর্ঘজীবী হউন এবং যেমন হুগলি জিলানিবাসি লোকেরদের নিকটে আপনি চিরকালপর্য্যন্ত অতিসম্ভ্রান্তরূপে স্মরণীয় থাকিবেন তেমনি উপকারের দ্বারা অন্যান্যস্থানীয় লোকেরদিগকেও চিরবাধ্য করিবেন।

ব্রজনাথ বাবু। প্রাণচন্দ্র রায়। নবকিশোর বাঁড়ুয্যে। প্রতাপনারায়ণ রায়। শিবনারায়ণ রায়। গঙ্গানারায়ণ রায়। যুগলকিশোর বাঁড়ুয্যে। নরেন্দ্রনাথ বাবু। ছকুরাম সিংহ। নন্দকিশোর ঘোষাল। কালীনাথ চৌধুরী। বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী। দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রাধাপ্রসাদ রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রামধন বাঁড়ুয্যে। দেবেন্দ্রনাথ বাবু। অন্নদাপ্রসাদ বাঁড়ুয্যে। নবকৃষ্ণ সিংহ। ইন্দ্রকুমারী দেবী। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর। নীলমাধব পালিত।

এবং হুগলি জিলানিবাসি প্রায় ২০০ জনের নিবেদন।

অস্যোত্তরং। হুগলি জিলা নিবাসি জমীদার ও অন্যান্য লোকের প্রতি আগে।—

আপনকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বারা পাইয়া আমি পরমসন্তুষ্ট হইলাম। এই সর্ব্বসাধারণ সন্তোষজনক পত্র প্রাপ্তিতে আমার পরমাহ্লাদ জন্মিয়াছে তাহাতে আমার মনে এই পরমাহ্লাদক অনুভব হইল যে বহুকালপর্য্যন্ত আমি ঐ জিলাতে যে সকল নিয়ম করিয়াছিলাম তাহা লোকের সন্তোষজনক হইয়াছে এবং ঐ সকল নিয়ম ঐ স্থানীয়েরদের কিঞ্চিৎ উপকারক হইয়াছে। কিন্তু আপনকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যে প্রশংসা করিয়াছেন আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার এইমাত্র প্রশংসা হইতে পারে যে আমার অবশ্য কর্ত্তব্য যে কার্য্য তাহা প্রাণপণে নির্ব্বাহ করা গিয়াছে। যদ্যপি আমার আমলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়া থাকি তবে জমীদার লোক এবং জিলাস্থ অন্যান্য মান্য মহানুভব অর্থাৎ প্রজালোকের স্বাভাবিক প্রভু মহাশয়েরদের নিয়ত সাহায্যক্রমেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ জিলার উন্নতি ও তন্নিবাসিরদের মঙ্গল এবং আপনারদের স্বাস্থ্য ও কুশল আমি নিয়তই ইচ্ছা করি।

আপনারদের পরম মিত্র। ডেবিড কারমাইকল স্মিথ।

( ২৪ মার্চ্চ ১৮৩৮। ১২ চৈত্র ১২৪৪ )

এতদ্দেশীয় লোকের বদান্যতা।—আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে ধনাঢ্য দুই মহাশয় শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু মাধব দত্ত চিৎপুরস্থ নূতন রাস্তার নর্দ্দমা কলুটোলার রাস্তা দিয়া মাঝের রাস্তাপর্য্যন্ত প্রস্তুতকরণের ব্যয় নিজে করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

( ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫ )

নূতন রাস্থা।—শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে হুগলিহইতে ধন্যাখালি পর্য্যন্ত নূতন এক রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে জিলাস্থ লোকেরদের মহোপকার হইবে। ঐ রাস্তা ছয় ক্রোশ দীর্ঘ হইবে তাহাতে প্রায় ১৫০ বন্দুয়ানেরা [ কয়েদীরা ] প্রত্যহ রাস্তাতে কর্ম্ম করিতেছে আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম যে চুঁচুড়ানিবাসি অতি ধনি এক বাবু [কালীকিঙ্কর পালিত] উক্ত রাস্তা নির্ম্মাণার্থ অন্যূন ৬০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

( ৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ )

বহু আফিসের মুচ্ছদি শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত সম্প্রতি চন্দননগরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অমরপুর গ্রামে যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন সেই পাঠশালায়

হিন্দুকালেজের ন্যায় ১৷৹ শত বালক উক্ত বাবুর ব্যয়ে ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।…অতি প্রধান জিলা হুগলিতে গত ৪ বর্ষ মধ্যে বিদ্যালয় মাত্র ছিল না কিন্তু এইক্ষণে সাধারণ চাঁদার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় ব্যতিরেকে তিন বিদ্যালয় সংস্থাপন হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬ )

আমারদিগের পাঠকবর্গেরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে ভবানীপুর নিবাসি এক ব্যক্তি মান্য ধনি বিদ্বান নহেন তথাপি তিনি হাজার২ লোকের জল কষ্ট দেখিয়া এক দীর্ঘিকা প্রস্তুত করণার্থ মানস করিয়াছেন এবং ঐ দীর্ঘিকার চতুর্দ্দিগকে সোপান করিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত ঐ বাবু এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন সেই রাস্তায় সন্ন্যাসী ও জাপক পূজার্থি ব্যক্তিরা অনায়াসে স্বচ্ছন্দে কালীঘাটে গমন করিতে পারিবেন তিনি উত্তম বিদ্বান নহেন তথাপি যে হটাৎ এমত সতকর্ম্ম করিয়াছেন ইহাতে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি এবং তাহার এই সতত্তা সন্দর্শনে ঐ অঞ্চলস্থ ব্যক্তিদিগের ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবেক আর আমরা অনুমান করি যে এমত কার্য্যে গবরর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত হইবেক।

( ২১ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ৭ পৌষ ১২৪৬ )

এতদ্দেশীয় লোকেরদের বদান্যতা।—…রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারিণী প্রাণকুমারী ব্রাহ্মী নাম্নী এতদ্দেশীয় একজন স্ত্রী দিনাজপুর ও তিতালিয়ার মধ্যস্থ রাস্তার নানা স্থানে সাঁকো নির্ম্মাণার্থ অতি বদান্যতা পূর্ব্বক দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

( ৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭ )

নূতন ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট।—আমরা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ১৮৩০ সালে শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম কেবেণ্ডিস বেণ্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দেশপ্রভুত্ব সময়ে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধনব্যয়করণক এতন্মহানগর প্রতীচীদিগ্বর্ত্তিনী অখিল জন পাবনি মোক্ষদায়িনী সুরধনী তীরৈকদেশে অর্থাৎ নিমতলার ঘাটে সকল জন মনোরঞ্জনীসোপান শ্রেণী শিল্পিতমকর্তৃক ইষ্টকাদিদ্বারা অপূর্ব্ব ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার শোভা অতিশয় মনোলোভা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী তদুপরি বিস্তৃত সমস্থলী তদুপরি স্তম্ভ সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন তদেকদেশে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু নামাঙ্কিত হইয়াছে তদ্বিধায় ঐ শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট তাহার নাম প্রকাশ পাইতেছে ঐ ঘাটের এক পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের স্নানাদি ও অন্য পার্শ্বে পুরুষের স্নান পূজনাদি হইবে এই নিয়ম হইয়াছে ইহাতে বহু লোকের উপকার সম্ভাবনায় অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে।

( ১ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১৯ পৌষ ১২৪০ )

মুমূর্ষু ব্যক্তিরদের আশ্রয়স্থান।—ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে যে সকল মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয় এবং যাহারদের কোনপ্রকারে জীবনসম্ভাবনা নাই এমত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতিধনী ও বদান্য এক ব্যক্তি মনোযোগ করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ মহাশয় গঙ্গাতীরে পাকা দুই ঘাট করিয়া দেওয়াতে অতি-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গত সেপ্তেম্বর মাসে ঐ বাবু শ্রীযুত রাজচন্দ্র দাস প্রধান মাজিস্ত্রেটের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে নিজখরচে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্টালিকা নির্ম্মাপণে অনুমতি প্রাপ্ত হন যে আসন্নকালে গঙ্গাতীরে নীত ব্যক্তিরদের ঐ স্থানে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষাদিরূপ উপকার হয়। এবং এই অতিহিতজনক কার্য্যে গবর্ণমেন্ট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন এবং শুনা গিয়াছে যে অত্যল্পকালের মধ্যেই ঐ অট্টালিকা প্রস্তুতার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহাতে ঐ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে। অতএব বাবু রাজচন্দ্র দাস মুমূর্ষু ব্যক্তিরদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যেরূপ বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

( ১৩ জুন ১৮৩২। ১ আষাঢ় ১২৩৯ )

হুগলির কালেজ।—১৮১৬ সালে হুগলিনিবাসি হাজি মহম্মদ মহাসিননামক একজন এতদ্দেশীয় অতিধনি মুসলমান উত্তরাধিকারিরহিত হইয়া জিলা যশোহরের সিদ্ধিপুরনামে তালুকের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপস্বত্ব ধর্ম্মার্থে ও দানার্থে রাখিয়া লোকান্তরগত হন। তিনি কএক এক্সিকিউটর অর্থাৎ তাঁহার দানপত্রানুসারে কার্য্যকরণার্থে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার পরলোকানন্তর তাঁহারা কএক বৎসর তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহারা যেরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহাতে অনেক দোষ দেখা গেল বাস্তবিক তাঁহারা দানপত্রের বিপরীত অনেক কার্য্য করেন এবং জিলা হুগলির সাহেবেরাও তদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে এক্সিকিউটরের কৃত কর্ম্মের তজবীজহওয়াতে তাঁহারা কর্ম্মচ্যুত হইলেন তৎপরে তাহার সরবরাহ কর্ম্ম তৎস্থান-নিবাসি মুসলমানেরদের মধ্যে অতিমান্য নবাব আলি আকবর খাঁর হস্তে অর্পণ হয়।

এতদ্রূপ দানকরা সম্পত্তির উপস্বত্বের দ্বারা এই সকল কর্ম্ম হইয়াছে। বিশেষতঃ

১। এক ইমামবারা। ২। এক চিকিৎসালয়। ৩। অতিথিসেবার্থ এক সরাই। ৪। এক মদরসা। ৫। ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা। ৬। এবং এই সকল কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ এক সিরিশ্‌তা এতদ্ভিন্ন তাঁহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহেরা দেওয়া যাইতেছে।

কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ জমীদারী এক পত্তনিতে দেওয়া যায় তাহাতে অনেক টাকা প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং এইক্ষণে আসল ও উপস্বত্বসমেত সাড়ে সাত লক্ষপর্য্যন্ত টাকা জন্মিয়াছে এতদ্ব্যতিরেকে ঐ তালুকে ও তাহার সঙ্গে যে হাট আছে তাহাতে বার্ষিক উৎপন্ন ৫০,০০০ টাকার ন্যূন নহে।

হাজী আপন দানপত্রে এই সকল সম্পত্তি নয় অংশ এবং নীচে লিখিতমত তাহার বিলি করিতে আজ্ঞা লিখিয়া যান।

দুই অংশ সরবরাহকারকে তাঁহার এতদ্বিষয়ক পরিশ্রমার্থ দেওয়া যাইবে।

তিন অংশ উপরিউক্ত পাঠশালাপ্রভৃতির ব্যয়ার্থ প্রদত্ত হইবে।

এবং অবশিষ্ট চারি অংশ তাঁহার চাকর ও মুসাহেরাভোগিদিগকে দেওয়া যাইবে।

এই সম্পত্তির এতদ্রূপ বিলিকরণ একপ্রকার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচরহওয়াতে তাঁহারদের এমত বোধ হইল যে মৃত হাজির যে অভিপ্রায় ছিল তাহার সম্পূর্ণরূপে সাফল্য হইতেছে না এবং ঐ টাকার উপস্বত্বহইতে যে পাঠশালা সরাইপ্রভৃতির খরচ চলিতেছে সেই পাঠশালাপ্রভৃতি তাদৃশ ফলজনক দৃষ্ট হয় না কিন্তু জমীদারী ও ন্যস্তধনের বার্ষিক উপস্বত্ব বিলক্ষণ বিবেচনানুসারে ব্যয় হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হওনের সম্ভাবনা। অপর পূর্ব্বের শরবরাহকারেরা এবং হাজির আত্মীয় কুটুম্বেরা এতদ্রূপ ডিক্রীকরণে অসম্মত হইয়া শ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল করিলেন। পরন্তু শ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত না পঁহুছিল সেইপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকেরা সুতরাং তদ্বিষয়ের কিছু করিতে পারিলেন না। ঐ আপীল সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড দেশে ডিসমিস হইয়াছে।

ঐ সকল ন্যস্ত টাকা এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনার্থ কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের হস্তে সমর্পণ হইয়াছে এবং ঐ জমীদারীর বার্ষিক উপস্বত্বের কিঞ্চিদংশ দেশের উপকারার্থ নিয়মিত হইবে এমত সকলের অপেক্ষা আছে। শুনা যাইতেছে যে ঐ ন্যস্ত ধনের উপস্বত্ব এবং জমীদারীর কিঞ্চিৎ রাজস্ব এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ নিয়মিত হইবে যেহেতুক গঙ্গানদীর তীরে হাজির কবরের স্থানের নিকটে বৃহদেক বিদ্যালয় গ্রন্থনেতে এবং কলিকাতায় যদ্রূপ তদ্রূপ মুসমানেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ এক মদরসা এবং ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা নিযুক্তকরণেতে ঐ মৃত হাজির বদান্যতা যেমন চিরস্মরণীয় হইবে তদ্ব্যত অন্য কোন ব্যাপারে হইতে পারে না। শ্রীযুত কমিশ্যনর সাহেব ও শ্রীযুত জজসাহেব ও শ্রীযুত কালেক্টরসাহেব ইহার তত্ত্বাবধারক কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত ডাক্তর উয়াইশ সাহেব তাহার সেক্রেটরী হইয়াছেন। পুনশ্চ শ্রুত হওয়া গেল যে এক চিকিৎসালয় ও এক শরাই পূর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়মক্রমে তথায় স্থাপিত হইবে এবং এক্ষণকার মালিক যিনি কমিটীর মধ্যে গণিত আছেন তিনি ঐ চিকিৎসালয়ের সাধারণ তত্ত্বাবধারক হইবেন।

১৮১২ সালে মহসিনের মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সালে সৈয়দ হাসেন তাঁহার সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (*Bengal: Past & Present*, Jany.—July, 1908, pp. 62-73).

( ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয় বহুদিবসাবসান হইল ৺এমামবাটীর বিষয়সমুদায়ের কর্ত্তা ৺আগা মতহর বাহাদুর ছিলেন। পরে তিনি মন্নুজান বেগমনামক এক কন্যা সন্ততি রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ৺হাজি মহম্মদ মহসন খাঁ উক্ত বেগমের একপ্রকার ভ্রাতা ছিলেন এবং মীর্জা সিলাহদ্দীন মহম্মদ খাঁ তাঁহার স্বামী ছিলেন যাঁহার নামে ৺এমামবাটীর জমীদারী কাগজ পত্র ও হাটবাজারপ্রভৃতি চলিতেছে তাহা এতন্নগরে বিশেষ বিখ্যাত আছে। পরে কিয়ৎকালাতীত হইলে উক্ত খাঁ বাহাদুর নিঃসন্তান লোকান্তর গমন করিলে হাজি বাহাদুর তৎসহ আন্তরিক প্রণয়প্রযুক্ত হাহাকার রবে শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া অনায়াসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত বেগন স্বামির মরণান্তর ৺বন্দালি খাঁকে পোষ্যপুত্র করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে উক্ত বেগম ঐ ভ্রাতা ৺হাজি মহম্মদ মহসনের কোন স্থানে সন্ধান পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বহুযতনবিধানে আনাইয়া কহিলেন যে আমার পোষ্যপুত্র এই বন্দালির বয়ঃপ্রাপ্তপর্য্যন্ত তুমি ৺এমামবাটীর বিষয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করহ। হাজি মজকুর ঐ মতে অভিমত হইয়া ৺এমামবাটীর কর্ত্তা হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসানন্তরে বেগম মজকুরা ঐ বন্দালিনামক পোষ্যপুত্রটি রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলে বন্দালি খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ আপন মাতৃ বিষয় পাইবার ইচ্ছায় জিলা এবং সদর এবং বিলাতপর্য্যন্তও মোকদ্দমা করিয়া ঐ বেগমকৃত পোষ্যপুত্র ৺মহম্মদের শাস্ত্রানুসারে কোন স্থানেই গ্রাহ্য না হওয়াতে জয়ী হইতে পারেন নাই। তাহাতে হাজি মজকুর জয়পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া নিষ্কণ্টকে ৺এমামবাটীর সমুদায়ের পূর্ব্ববৎ কর্ত্তা থাকিয়া এমামবাটীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সাধন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ৺রজব আলী খাঁ ও ৺শাকের আলী খাঁ দুই জন তাঁহার প্রধান মোসাহেব ছিলেন এবং হাজি মজকুর তাঁহারদিগকে অতিপ্রত্যয়াম্বিত জানিয়া নানা মতে যথেষ্টই অনুগ্রহ করিতেন। আর ৺হাজি মহম্মদ খাঁ বাহাদুর অতিবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একারণ আপন মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসরপূর্ব্বে এই এক বিবেচনা স্থির করিলেন যে আমার এমত কোন উত্তরাধিকারী নাই যে আমার মৃত্যুর পর এই বিষয় সকলের অধিকারী হইয়া ৺এমামবাটীর কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করিয়া বিষয়সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইহা ভাবিয়া ৺এমামবাটীর সমস্ত জমিদারী ৺এমামের নামে রাখিয়া এক ওলিএতনামা লিখিয়া উক্ত দুই জন প্রধান মোসাহেবকে ৺এমামবাটীর মতবল্লী নিযুক্ত করিলেন। ঐ তওলীএতনামায় ৺এমামবাটীর জমিদারী সমস্তের আয়

ব্যয় নির্দ্ধার্য্য করিয়া এই এক নিয়ম করিলেন যে জমিদারীর উৎপন্ন টাকা রাজস্ব বাদ নয় অংশ করিয়া তিন অংশে ৺এমামবাটীর মহরমপ্রভৃতির খরচ ও চারি অংশে আমলাগণ ও খেজমতগারান ও পাহারাদারানদিগের মাহিয়ানা এবং দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিরদিগকে প্রদান ও দুই অংশে দুই জনা মতবল্লীর মেহনতয়ানা নির্দ্ধারিত করিয়া উক্ত দুই জনা মতবল্লীর কর্ম্মকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া সন ১২১৯ সালে লোকান্তর গমন করিলেন। পরে ৺সাকের আলী খাঁ ও ৺রজবআলী খাঁ ইহারা ৺এমামবাটার বিষয়সকল আপনারদেরি জ্ঞান করিয়া তহবিল তসরূপাতাদি অত্যাচার করাতে পরমেশ্বর ক্রোধিত হইয়া সন ১২২২ সালের ৮ অগ্রহায়ণ ৺সাকেরালি খাঁকে প্রচণ্ড যমদণ্ডদ্বারা খণ্ড২ করিলেন। পরে শ্রীবাকের আলী খাঁ আপন পিতৃপদে নিযুক্ত হইয় ৺রজবআলী খাঁর সহিত এমামবাটীর কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ রজবআলী খাঁও বৃদ্ধতায় জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্র শ্রীওআসেকআলী খাঁকে শ্রীযুক্ত গবরনর কৌন্সেলের বিনা আজ্ঞা গ্রহণেই আপন পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে শ্রীওআসেকআলী খাঁ ও শ্রীবাকেরআলী খাঁ আপন২ পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়া ঐ বাটীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল সুদূরে দূর করিয়া তওলীএতনামার নানা বরখেলাব বাইনাচ গীতবাদ্যপ্রভৃতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। উহারদের ঐরূপ অত্যাচার রাজদ্বারে গোচর হওয়াতে গবর্নর কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে সন ১২২৫ সালের ২৫ আশ্বিনে দুই জন পদচ্যুত হইলেন। পরে শ্রীযুক্ত সৈয়দ নওয়াব আলী আকবর খাঁ বাহাদুর আমীন হইয়া গবর্নর কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে রেবিনিউ বোর্ডহইতে এমামবাটীতে প্রেরিত হইলেন। এমত কালে রজবআলী খাঁ ফোত করেন ও বাকেরআলী খাঁ পাগল হন। কিন্তু আলী আকবর খাঁ বাহাদুর আমীন হইয়া ঐ এমামবাটীর কর্ম্মসকল সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করাতে শ্রীযুক্ত গবর্নর কৌন্সেল তুষ্ট হইয়া দুই মতবল্লীর কর্ম্মে উহাকে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীযুক্ত মতবল্লী সাহেব অদ্যাবধি যথারীতি ঐ বাটীর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন।…

সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ঐ ৺ বাটীতে পূর্ব্বে চিকিৎসালয় ছিল না সাহেবান লোকেরা এজেন্ট অন্যান্য বিষয়ের খরচের অল্পতা করিয়া চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন কিন্তু এতন্নগরে অনেক বিজ্ঞতম লোক জ্ঞাত আছেন যে পূর্ব্বাবধিই স্থাপিত আছে এবং আমলাগানাদি দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ যে চারি অংশ তাহারি দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ অংশের কিয়দংশে ঐ দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ব্যাধি বিমোচন হেতুক নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অনুমান করি উক্ত মহাশয় তাহা জ্ঞাত না হইবেন জ্ঞাত হইলে অবশ্যই লিখিতেন যাহা হউক। উক্ত মহাশয়ের জ্ঞাপন কারণ লিখিলাম আর উক্ত স্থানে অধুনাও একটী ইঙ্গরেজী স্কুল আছে তাহাও কিছুমাত্র লিখেন নাই। সম্পাদক মহাশয় উক্ত মহাশয় আর লিখিয়াছেন যে আমরা আপন গরজের কথা লিখিয়াছি তাহাতে নিবেদন মহাশয় যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভাবনা আছে এমত যে গরজের কথা তাহা কি

বিশিষ্টজনগণের অগণনীয় কর্ম। আর লিখিয়াছেন যে হাজিবাহাদুরের উইলের মতানুসারে ঐ সঞ্চিত ধন নয় অংশেই কেবল পর্য্যাপ্ত হয় গবর্নর্ কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত হইয়াছে। অতএব বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রসক্তি কি আছে তাহাতে নিবেদন যে এবিষয় আমরা জ্ঞাত আছি কিন্তু সরকার সাহেবান লোকের এমত অভিমত হইয়াছে যে সংবর্দ্ধিতরূপে স্থাপিত করা যাউক...। কেষাঞ্চিৎ প্রতাপপুরনিবাসি ছাত্রাণাং। তারিখ ১৭ ভাদ্র।

( ২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩ )

হুগলির এমামবাটী—...হুগলির এমামবাটী মহম্মদ মহসীন স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়ের নিমিত্ত স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি দিয়া যান। ঐ সম্পত্তি যশোহর জিলাতে সৈয়দপুর পরগণা ঐ অধিকারের রাজস্ব দিয়াও লক্ষ টাকা থাকে এতদ্ভিন্নও নিকটবর্ত্তি জিলাতে কতক ক্ষুদ্র২ জমিদারী প্রদান করেন। পরে তিনি স্বীয় দানপত্রে এমত নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান যে জমিদারীর বার্ষিক উৎপন্ন টাকার নয় আনার মধ্যে সাত আনা ধর্ম্মকর্ম্মার্থ এবং যে কএক ব্যক্তিরদিগকে মুশাহেরা দিতেন তাহারদিগকে দানার্থ এবং ঐ এমামবাটীর ব্যয়ার্থ খরচ হয় এবং অবশিষ্ট দুই অংশ দুই মতওল্লিকে দেওয়া হয়। তাহাতে এক মতওল্লির জিম্মায় এমামবাটী ও তন্নিকটবর্ত্তি বিদ্যালয় থাকে। অপর মতওল্লি ঐ সকল জমিদারীর তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক মতওল্লি ১০০০ টাকা করিয়া মেহনত আনা পাইতেন অর্থাৎ ঐ বেতন জাইন্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের তুল্য। কিন্তু ঐ বেতনেতেও ঐ মতওল্লি তৃপ্ত হন নাই। সৈয়দপুর পরগণা যে মতওল্লির জিম্মায় ছিল তাঁহার কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস না হওয়াতে তাঁহাকে ঐ কর্ম্মহইতে বিদায় করিয়া ঐ জমিদারী ৬।৭ বিভাগে ৬।৭ লক্ষ টাকাতে কএক জন তালুকদার ও পওনিদারের নিকটে পওনিরূপে বিক্রয় করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এই টাকা কোম্পানির কাগজে ন্যস্ত করিলেন এবং যশোহরের কালেক্টর সাহেবকে পওনিদারেরদের স্থানে ঐ জমিদারীর রাজস্ব আদায় করিতে হুকুম দিয়াছেন।...

( ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫ )

সম্প্রতি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীযুত পাদরি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

( ১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০ )

কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকার।—কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকারার্থ যে এক সব্‌কমিটি নিযুক্ত হন গত ২৭ আপ্রিল তারিখে

পুরাতন গির্জাঘরে তাঁহারদের যে বৈঠক হয় তাহাতে নীচে লিখিত মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া কমিটির মধ্যে মনোনীত হইলেন বিশেষতঃ মহাশয় বাবুসকল শ্রীযুত রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত গোপীনাথ সেন ও শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত রামচন্দ্র গাঙ্গুলি ও শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ। অপর গত ৩০ আপ্রিলের অন্য এক বৈঠকে পশ্চাল্লিখিতব্য বাবুরা উপস্থিত হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজী ও শ্রীযুত কাশীনাথ রায় ও শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত রামকমল সেন ও শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুর ও শ্রীযুত হরলাল মিত্র ও শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি সর্ব্বশুদ্ধ ষোল জন মহাশয়।

পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পরামর্শ দিলেন যে কলিকাতা নগর দশ পল্লীতে বিভক্ত হয় এতদ্দেশীয় ষোল জন কমিটি মহাশয়েরদের আর চারি জন বর্দ্ধিত হইয়া প্রত্যেক পল্লীর তত্ত্বাবধারণার্থ দুই২ জন করিয়া নিযুক্ত হন। এবং ঐ প্রস্তাব সফলহওনার্থ এইক্ষণে তাহার সকল নিয়ম হইতেছে।

অপর ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগমে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম যে বহুকালাবধি দিষ্ট্রিক্ট চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা ন্যূনাধিক এতদ্দেশীয় দুই শত দরিদ্র লোক জীবিকা পাইতেছে। ঐ সমাজে এতদ্দেশীয় অনেক ধনবান্ মহাশয়েরা চাঁদার দ্বারা ধন বিতরণ করিয়াছেন এবং আরো অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা ঐ সমাজের পৌষ্টিকতা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

( ১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০ )

দিষ্ট্রিক্ট চারিটাবল সোসৈটি।--কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ নিয়ম প্রস্তুত করিতে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের কার্য্যের বিষয় কএক দিবস হইল কিছু শুনিতে পাওয়া যায় নাই কিন্তু ঐ সোসৈটির শেষ রিপোর্টের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা সংপ্রতি চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্দ্বারা আরো অবগত হওয়া গেল যে গত আপ্রিল মাসে এতদ্দেশীয় যত ব্যক্তির উপকার হয় তাহারদের সংখ্যা ১৫৭।

| বার্ষিক স্বাক্ষরকারি। | | টাকা |
|---|---|---|
| বাবু রষ্টমজি কওয়াসজি। | ... | ২০০ |
| বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। | ... | ১০০ |
| বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। | ... | ১০০ |
| বাবু রামকমল সেন। | ... | ৫০ |

| দানকর্ত্তা। | | টাকা |
|---|---|---|
| বাবু মথুরানাথ মল্লিক। | ... | ১০০ |
| বাবু শ্যামলাল ঠাকুর। | ... | ১০০ |
| বাবু গোপাললাল ঠাকুর। | ... | ১০০ |
| বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। | ... | ১০০ |
| বাবু মতিলাল শীল। | ... | ১০০ |
| বাবু কালীকিঙ্কর পালিত | ... | ১০০ |
| বাবু রসময় দত্ত। | ... | ৫০ |
| বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। | ... | ৫০ |

( ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০ )

কিয়ৎকাল হইল কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি লোকেরদের দুঃখ নিবারণার্থ দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি সংস্থাপন হইলে ইণ্ডিয়া গেজেটসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধনি হিন্দুগণ পিত্রাদিশ্রাদ্ধে বহু সংখ্যক মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা না করিয়া দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা ঐ মুদ্রাসকল প্রকৃত দীন দরিদ্রেরদের ক্লেশোপশমার্থ ব্যয় করেন এমত আমরা আশয় করি। এইক্ষণে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সৎপরামর্শের অনুগামী হইয়াছেন। এবং সংপ্রতি তাঁহার জনকের [রামমণি ঠাকুরের] ৺পদ প্রাপ্তিহওয়াতে শ্রাদ্ধের তামসায় ব্যয় না করিয়া ২০০০ টাকা ঐ সোসৈটিতে উক্ত কার্য্যার্থ প্রদান করিয়াছেন।

( ৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০ )

কলিকাতায় দিস্ত্রিক্ত চারিটবল সোসৈটি।—সর্ব্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ কএক বৎসরাবধি কলিকাতায় দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সৌসৈটিনামক যে এক সমাজ নিযুক্ত হইয়াছে ইহা প্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন।

ঐ সোসৈটিতে এক সাধারণ কমিটি এবং কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিমিত্ত সহকারি পল্লীয় এক২ কমিটি আছেন।

সাধারণ কমিটির মধ্যে এই২ সাহেবেরা নিযুক্ত কলিকাতার শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও স্থপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত সাহেবেরা ও স্থপ্রিম কোর্টের শ্রীযুত জজ সাহেবেরা ও নানাপল্লীয় কমিটির অন্তঃপাতি লোকেরা। এবং যে মহাশয়েরা বর্ষে২ ঐ সোসৈটিতে ১০০ টাকা করিয়া প্রদান করেন তাঁহারা।

যে লভ্যের উপরে সোসৈটির নির্ভর আছে তাহা এই২। ৺প্রাপ্ত জেনরল মার্টিন

সাহেবের ও ৺প্রাপ্ত বারাটো সাহেবের ও ৺প্রাপ্ত চার্লস উএষ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার উপস্বত্ব এবং গবর্ণমেণ্টের দত্ত মাসিক আট শত টাকা এবং গির্জাঘরে গির্জা হওনোত্তর প্রাপ্ত মুদ্রা এবং হিতৈষি ব্যক্তিরদের প্রদত্ত ধন। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০০ টাকা ও শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব বার্ষিক ১০০০ টাকা প্রদান করেন।

গত বৎসরে অর্থাৎ ১৮৩২ সালে ৩৯,৭৩৫ টাকা ঐ সোসৈটির দ্বারা বিলি হয় ঐ টাকা প্রায় তাবৎ অতিবৃদ্ধ ও জীর্ণ সর্ব্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মাসিকরূপে বিতরণ হইল তন্মধ্যে শত২ হিন্দু ও মুসলমান উপকার প্রাপ্ত হন।

শ্রীযুক্ত সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব সাধারণ কমিটির সভাপতি। গত আপ্রিল মাসে ঐ সাধারণ কমিটি এই নির্দ্ধার্য্য করিলেন যে কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মুশাহেরা দেওয়া বা উপকারকরণের পারিপাট্য হওনার্থ নানা পল্লীয় কমিটির অতিরিক্ত এক সব কমিটি নিযুক্ত হন। তাহাতে এক কমিটি নিযুক্ত হইল এবং শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। এবং পাঁচ জন ইউরোপীয় ও ৩২ জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা কমিটির অন্তঃপাতী হইলেন এবং শ্রীযুত থিব্‌স সাহেব সেক্রেটরী ও শ্রীযুত মরিসাহেব খাজাঞ্চী হইলেন। এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ অতিবদান্যতা পূর্ব্বক ঐ চাঁদাতে ধন দান করিয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে তাঁহারদের এই অতিপ্রশংস্য কার্য্য দৃষ্টে অন্যান্য পরহিতৈষি এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। এই চাঁদার অভিপ্রায় এই যে অন্ধ ও নিরুপায় খঞ্জ ও অতিজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিরদের উপকার হয়।

লিখিতপ্রকার দরিদ্র ব্যক্তিরদের আবেদন গ্রহণ করিতে সেক্রেটরীসাহেব সততই প্রস্তুত আছেন এবং প্রতারকেরদের উপকার না হয় এতদর্থ প্রত্যেক দরখাস্ত লইয়া অতিসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করা যাইতেছে এবং অতিযোগ্য ব্যক্তিব্যতিরেকে অন্য কাহারো উপকার করা যায় না। উপকারপ্রাপণার্থ যত দরখাস্ত পড়ে তাহার বিবেচনাকরণার্থ কমিটি বুধবারান্তরিত বুধবারে কলিকাতার টৌনহালে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সমাগত হন। ঐ কমিটির দ্বারা এইক্ষণে এক শতেরও অধিক হিন্দু ও মুসলমানেরদের মুশাহেরা নিযুক্ত হইয়াছে।

ঐ সবকমিটির নিয়মের নীচে লিখিতব্য চুম্বক প্রকাশ করা যাইতেছে।

যোয়ান মর্দ্দব্যক্তিরা উপকার প্রাপ্ত হইবে না কিন্তু বিশেষ২ গতিকে তাহারদের দরখাস্ত সাধারণ কমিটিতে অর্পণ হইবে।

কোন ভিক্ষাব্যবসায়ী উপকৃত হইবে না এবং যদ্যপি কোন বৃত্তিভোগিব্যক্তি কমিটির স্থানে টাকা লইয়া অন্যত্র ভিক্ষা করে তবে তাহার নাম ফর্দ্দহইতে উঠান যাইবে যেহেতুক কমিটিহইতে যে মুশাহেরা প্রদত্ত হয় তাহাই প্রচুর এমত বোধ করিতে হইবে।

এতদ্দেশীয় কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত চিকিৎসালয়ে এতদ্দেশীয় কোন দুষ্টিব্যক্তি গমন করিতে অস্বীকৃত হইলে কোন উপকার পাইবে না। এই কমিটির কার্য্যের এলাকার যে২ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বহিস্থিত ব্যক্তিরা উপকৃত হইবে না এবং যে ব্যক্তি মুশাহেরা পাইবে সে যদি ঐ সীমার বাহিরে বাস করে তবে ঐ এলাকার সীমার মধ্যে না আসাপর্য্যন্ত তাহার মুশাহেরা বন্ধ হইবে।

এই কমিটির অন্তঃপাতি ভিন্নং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কাহারো উপকার করিতে পারিবেন না কিন্তু দরখাস্ত পাওনের পর কমিটির বৈঠকে প্রত্যেক দরখাস্ত উপস্থিত করিতে হইবে তাহাতে ঐ অর্থিরদিগকে যাহা দেয় তাহা নির্ণয় করা যাইবে।

মুশাহেরা দেওনের এই রীতি স্থির হইল।

যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে তখন শ্রীযুত সেক্রেটরীসাহেবের মুহুরির তাহার বিশেষ২ চিহ্ন এবং তাহার আয়ুর বিবরণাদি সংক্ষেপে লিখিয়া তৎপল্লীর তত্ত্বাবধায়কের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি ঐ ভিক্ষার্থির নিবাস নিশ্চয় করিয়া ঐ ফর্দ্দের উপরে আপন নাম সহী করিয়া ঐ পল্লীর অধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট পাঠাইবেন এবং ঐ রিপোর্ট কমিটির বৈঠকের দুই দিন পূর্ব্বে সেক্রেটরীসাহেবের নিকটে প্রেরিত হইবে এবং ঐ বৈঠকে ঐ ভিক্ষুক ব্যক্তির উপস্থিত হইতে হইবে।

সোসৈটির অন্তঃপাতি যেং মহাশয়েরা নানা পল্লীর অনুসন্ধান করেন তাঁহারদের নাম এই২।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত। শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গাঙ্গুলি। শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রষ্টমজী কওয়াসজী। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু। শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু হরলাল মিত্র। শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু রামধন ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস। শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন চন্দ্র। শ্রীযুত বাবু শ্যামচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বাঁড়ুয্যে। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক। শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুয্যে। শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বসু। শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ মুখুয্যে। শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বাঁড়ুয্যে। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসু। শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র।

কলিকাতা শহর আট পল্লীতে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক পল্লীনিবাসি সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের তিন জন করিয়া তত্তৎপল্লীর তত্ত্বাবধারণকার্য্যার্থে নিযুক্ত আছেন।

সরকুলার রোড অর্থাৎ চৌরাস্তার পূর্ব্বদিগে কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত এক চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া শ্রীযুত জক্‌সন সাহেবের কর্তৃত্বাধীন আছে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ের ধনহইতে তাহার ব্যয় চলিতেছে। দয়াপাত্র কুষ্ঠরোগি সকল সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে গৃহে বাস করিতেছে এবং তাহারদিগকে স্বাস্থ্যজনক যথোচিত আহারাচ্ছাদনাদি দেওয়া যায় এবং যাহাতে তাহারা নিষ্কণ্টকে বাস করে এমত উদ্যোগ নিয়ত হইতেছে। নানা জাতীয়েরা ভিন্ন২ কুঠরীতে বাস করে এবং তথায় নিযুক্ত ঔষধদায়ি ব্যক্তির অনুমতি পাইলে তাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। এবং তাহারদের পরিবারেরও ঐ চিকিৎসালয়ে থাকিতে অনুমতি আছে তাহারাও আহারাদিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারা লাভার্থ মুরগিপ্রভৃতি জন্তু পোষণ এবং সূতা ও রজ্জুপ্রভৃতি প্রস্তুতকরণরূপ যে কোন ব্যবসায় করিতে পারে কিন্তু এই সকল সদুপায় থাকিতেও খেদের বিষয় এই যে ঐ অভাগা ব্যক্তিরদের কেবল অত্যল্প লোক ঐ চিকিৎসালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছে পরন্তু কেবল বলব্যতিরেকে চারিটাবল সোসৈটির কমিটির সাহেবেরা ঐ ব্যক্তিরদের মনে চিকিৎসালয়ে গমনাদির যে মানবিচ থাকে তাহা দূরকরণার্থ কোন উপায়ের ত্রুটি করেন নাই তাহারা রাস্তায়২ ভিক্ষা করিয়া বেড়ানও শ্রেয় জ্ঞান করে। এই অতিঘৃণ্য কুষ্ঠরোগিরা বাজারে২ ভ্রমণ করাতে যে অতিকুৎসিত দৃষ্ট হয় তাহা লিখন অনাবশ্যক সকলই দেখিতেছেন কিন্তু তাহারদের নিমিত্ত এক আশ্রয় প্রস্তুত হইয়াছে এবং ঐ আশ্রয়ে তাহারদের আবশ্যকমত সকলই দেওয়া যায় ইহা সর্ব্বসাধারণ লোক অবগত হইলে তাহারদের প্রতি আর দয়া করিবেন না।

আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক এইক্ষণে লিখিতেছি যে শ্রীমতী লেডী উলিয়ম বেন্টীঙ্ক দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটিতে যাহা প্রদান করেন তদতিরিক্ত ১২০ দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানেরদিগকে মাসিক মুশাহেরা দান করেন এবং তাহারদের মধ্যে ৪৩ জন কুষ্ঠী আছে।

সদ্‌গুণের উদ্যানের ধনবিতরণ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুশোভক পুষ্প অতএব দীন দুঃখি লোকেরদের বিষয় আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই।—পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত।

( ১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১ )

দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটি।—এই বহুমূল্য সমাজের দ্বারা কলিকাতাস্থ ভূরি২ দরিদ্র লোক উপকার পাইয়াছে ও অদ্যাপি পাইতেছে এক্ষণে তৎসাহায্যার্থ সাধারণ লোকের প্রতি ঐ সমাজস্থেরদের পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে বিলক্ষণরূপেই তাঁহারদের সাহায্য হইয়াছে। ৬৬০০ টাকা অদ্যপর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং বার্ষিক ৯১৬ টাকা এবং মাসিক ৪৪ টাকা করিয়া প্রদানার্থ সহী হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিরদের মধ্যে শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টীঙ্কের নাম বিরাজমান তিনি এককালে

৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে নীচে লিখিত নামসকল দৃষ্ট হইল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বাবু | বিশ্বম্ভর সেন | ... | ২০০ |
| — | রামকৃষ্ণ মিত্র | ... | ৫০ |
| — | দ্বারকানাথ ঠাকুর | ... | ১০০ |
| — | মদনমোহন আঢ্য | ... | ১০০ |
| — | রামকমল সেন | ... | ৫০ |
| — | প্রসন্নকুমার ঠাকুর | ... | ৫০ |
| — | রমানাথ ঠাকুর | ... | ৫০ |
| — | গোবিন্দচন্দ্র ধর | ... | ৫০ |
| — | মাধব দত্ত | ... | ৩২ |
| — | কালীশঙ্কর পালিত | ... | ২৫ |
| — | হরিশ্চন্দ্র বসু | ... | ২৫ |

( ৭ মে ১৮৩৬। ২৬ বৈশাখ ১২৪৩ )

দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটি।—শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজদর্শক শ্রীযুত এচ উইলসন সাহেবকে প্রদানার্থ রূপার গাড়ু ও আবেদন পত্র প্রস্তুতকরিতে উপযুক্ত খরচবাদে অবশিষ্ট যে ১৫৭ টাকা আছে তাহা অধিকাংশ স্বাক্ষরকারিদের সম্মতিক্রমে দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে প্রদান করা যাইবেক। কিন্তু কএক বৎসরাবধি কিনিমিত্ত এবিষয় সম্পাদন স্থগিত আছে আমরা জ্ঞাত নহি যেহেতুক অনেকদিবস তদ্বিষয়ে সকলের সম্মতি হইয়াছে তবে কেন বিলম্ব হইতেছে ইহার প্রকৃত কারণ কিছু দৃষ্ট হয় না।

( ১৩ মে ১৮৩৭। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪ )

কলিকাতার অগ্নি নিবারণ।—সংপ্রতিকার অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ উদ্যোগকরণ বিষয়ে দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় কমিটির কতিপয় পরামর্শ বিবেচনাকরণার্থ ১৮৩৭ সালের ৬ মে তারিখ শনিবারে টৌনহালে ঐ সোসৈটির বিশেষ বৈঠক হইয়া যে কার্য্য হয় তদ্বিবরণ।...

অনন্তর ৪ তারিখের বৈঠকে সোসৈটির এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা নীচে লিখিত যে পরামর্শ স্থির করিলেন তাহা কমিটি বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা ৪ মে ১৮৩৭।

সংপ্রতিকার যে অগ্নিদাহেতে নগর ভস্মীভূত হইয়াছে সেই অগ্নি হওনসময়ে আমি নিকটে ছিলাম তৎপ্রযুক্ত যাহা দেখিলাম তাহা এইক্ষণে বৈঠকে প্রস্তাব করিতেছি।

বাহির রাস্তার ধারে মহাগ্নি হওনসময়ে বিশেষ দৃষ্ট হইল যে ঐ স্থলে জলের অত্যন্তাভাব ছিল কএক দমকল দেখিলাম বটে কিন্তু জলাভাবে তদ্দারা কোন ফল হইল না নিকটে প্রায় পুষ্করিণীমাত্র ছিল না তৎপ্রযুক্ত নির্ব্বাণার্থ কোন উপায় না হওয়াতে অগ্নি অবাধে চলিয়া অতিবেগে সম্মুখবর্ত্তি যে খড়ুয়াঘর বা অট্টালিকা পাইল সকলই ভস্ম করিল।

আমার বোধ হয় এই বিষয় অগৌণেই গবর্ণমেণ্টকে কমিটির জ্ঞাপন করা উচিত যেহেতুক এইক্ষণে যেমত অল্পমূল্যে ভূমি ক্রয়করণ ও পুষ্করিণী খননের উপায় হইয়াছে এমত উপায় পরে আর হইবে না এইক্ষণে বাহির রাস্তায় যেমন জলাভাব তেমন শহরের অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না অতএব আমার পরামর্শ ঐ রাস্তার ধারে স্থানে২ অবিলম্বেই কএক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা যায়। যে সকল ঘর দগ্ধ হইয়াছে তত্তৎস্থানে নূতন খড়ুয়া ঘরকরণের পূর্ব্বে অল্পমূল্যে জমিদারের স্থানে ভূমি পাওয়া যাইতে পারে।

আমার বিবেচনায় এই খরচ গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত হয় কিন্তু এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করেন এতদর্থ আমি এইক্ষণে অঙ্গীকার করিতেছি গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি নিজ খরচহইতে ভূমি খরীদ করিয়া দেন তবে আমি নিজব্যয়ে বৈঠকখানা মৃজাপুর মাণিকতলা এই সকল স্থানের মধ্যে২ চারিটা বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া দিব এবং আমি নিশ্চয় জানি যে নগরস্থ অন্যান্য ধনাঢ্য মহাশয়েরাও তত্তুল্য ব্যয়ে পুষ্করিণী খনন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই সুযোগে এইক্ষণে বৈঠকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এই অগ্নিতে যাহারদের ঘরদ্বার পুড়িয়া গিয়াছে তাহারদের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে। এই বেচারারদের মধ্যে অনেকেরই সর্ব্বস্ব গিয়াছে ঘর প্রস্তুতকরণের কোন যোত্র নাই তাহারা অনাহারেই মরিতেছে যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্তও তাহারদের উপকারার্থ কিছু দেন নাই তথাপি আমি জানি তাহারদিগকে অবশ্যই কিছু২ দিবেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণ লোকেরই এই বিষয়ে উপকার করা উচিত। আমি জানি এতদ্বিষয়ে যদি পরিমিতরূপে বিতরণ করা যায় তবে অনেকই প্রচুর দান করিতে সম্মত আছেন অতএব আমার পরামর্শ এই যে এতদর্থ এক কমিটি নিযুক্ত হন এবং তাঁহারদের নিকটে যাহারা দুরবস্থ হইয়া উপকার প্রার্থনা করে তাহারদের অবস্থার বিষয় সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া প্রকৃত দায়গ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্তমত দান করিতে ক্ষম হন এবং শহর ও শহরতলির তাবত্তাথ্য বিষয় যাঁহারা জ্ঞাত আছেন এমত ব্যক্তিরা এবং পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও ঐ কমিটিতে নিযুক্ত থাকেন।

গবর্ণমেণ্টকে অতিশক্তরূপে কমিটির সাহেবেরদের জ্ঞাপন করা উচিত যে উত্তর কালে খাপরেল ঘরব্যতিরেকে একখানিও খড়ুয়া ঘর কেহ না করিতে পারে যদি কেহ বোধ করেন যে খড়ুয়া ঘরঅপেক্ষা খাপরেলে অধিক খরচ হয় সে ভ্রমমাত্র বিশেষতঃ এইক্ষণে খাপরেল ঘর করা আরো অল্প খরচে হইতে পারে যেহেতুক

তাবৎ খড়ুয়া ঘর পুড়িয়া যাওয়াতে খড় একেবারে অগ্নিমূল্য হইয়াছে। গড়ে অনুমান করিলাম যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে হদ্দমুদ্দা দেড় বা দুই টাকা অধিক লাগিতে পারে। কেহ২ কহেন যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে অধিক তাপ লাগে তৎপ্রযুক্ত পীড়া জন্মে কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে দেশীয় তাবৎ লোকের ঘরই খাপরেল সেই স্থানে কখন অগ্নিদাহ কি কোন রোগ হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই।

এই বৈঠকের বিবেচনার্থ অনেক২ বিষয় উপস্থিত আছে তাহাতে সকলের সম্মতি বা অসম্মতি হইতে পারে কিন্তু এই প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনাতে আমার সঙ্গে সকলেরই ঐক্য আছে যে দীন দরিদ্র ব্যক্তিরদের উপকারার্থ অতিশীঘ্র কোন উপকার না করিলেই নয়।—রষ্টমজী কওয়াসজী।

দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় মেম্বর আমরা এইক্ষণে জ্ঞাপন করিতেছি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহারা দরমার বেড়ার খড়ুয়া ঘরে বাস করে তাহারা তাহা খাপরেল ঘর অপেক্ষা অধিক ভাল বোধ করে না কিন্তু খড়ুয়া ঘর অল্প খরচে হয় অতএব তাহারদের যোত্রোপযুক্ত বলিয়াই তাহা করিতে হইতেছে খাপরেল ঘরে অধিক তাপ লাগে বা অস্বাস্থ্য জন্মে এমত কোন আপত্তি নাই যদ্যপি তাহারা কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হয় তবে অবশ্যই মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিবে যাহারদের কিঞ্চিৎ যোত্র আছে তাহারা প্রায়ই মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিয়া থাকে।

শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিক। শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু। শ্রীযুত রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীযুত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুত লক্ষীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বৈঠকে সমাগত মহাশয়েরদের অর্থদানবিবরণ নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুত আনরবল সর এড্‌বার্ড রয়ন | ... | ৫০০ |
| শ্রীযুত ডি মাকফার্লন | ... | ২০০ |
| শ্রীযুত অনরবল এচ সিক্সপিয়র | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত অনরবল সর বি এচ মালকিন | ... | ৫০০ |
| শ্রীযুত আর ডি মাঙ্গলস | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত এচ উয়ান্টর্স | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত এফ জে হ্যালিডে | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত কাপ্তান জি বির্ষ্ট | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত সি টকর | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর | ... | ৫০০ |

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজী | ... | ১০০০ |
| শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর | ... | ২০০ |
| শ্রীযুত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজীর এক বন্ধু | ... | ১০০০ |
| শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত এ ডবস | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর | ... | ২০০ |
| শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র মুখুয্যে | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত মিত্র | ... | ২৫ |
| শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীকান্ত মুখুয্যে | ... | ৫০ |
| | সর্ব্বসুদ্ধ | ৫,০৭৫ |

( ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪ )

এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপূর্ব্ব বদান্যতা।—গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন সম্বাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসৈটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদের দ্বারা বহুতর দীনহীন ব্যক্তিরদের আহার নির্ব্বাহ হয় এতদর্থ ঐ টাকা সোসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকস্বরূপ ভূমির দ্বারা দত্ত হইয়াছে। এই টাকা স্বতন্ত্র জমা থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফণ্ডনামে বিখ্যাত হইবে যেহেতুক এইরূপ যে মহানুভব মহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাঁহার নাম ঐ মহাদানের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হইবে।

( ১৬ মার্চ্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫ )

আমরা শ্রবণ করিতেছি যে দেশস্থ শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত অন্ধ ও কাঙ্গালির প্রতিপালন নিমিত্ত ডিকটি চেরিটিবেল সুসাইটিতে যে মুদ্রা তাহার উত্তমরূপে বন্দোবস্ত করণে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে চারিটা কমিটি করিয়া ঐ সভার অধ্যক্ষেরা এদেশের চারি অংশ বিহিত করিয়া তদারক করেন ঐ সভা শুভ করণ জন্য মেম্বরেরা কিঞ্চিৎ মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিবেন ঐ কমিটির এতাদৃশ শক্তি থাকিবেক যে স্বীয়২ অংশে তলব ঐ দীন ব্যক্তিদিগের বাটিয়া দিবেন পূর্ব্বে যাদৃশ গরিবেরা দুঃখ প্রাপ্ত হইত তদপেক্ষা ইদানী কেবল ন্যূনতা হইবেক তাহারদিগের বাসস্থানে সন্নিধানে ঐ তলব প্রাপ্ত হইবেন ঐ অধ্যক্ষেরা সকলেই বিভাগরূপে ক্লেশ স্বীকার করিবেন তজ্জন্য আমরা তাহারদিগকে প্রশংসা করি কিন্তু ইহাতে ঐ কমিটির পরিশ্রম লাঘব হইবেক এমত নহে অপর এতদ্দেশীয় লোকেরা এতৎ বিষয় আনুকূল্য করিতে উদ্যত হইবেন কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ

দিবেন তাহা তাহারা স্বকীয় হস্তে দিতে পারিবেন পরন্তু স্বহস্তে দানকরণে স্বতরাং প্রবৃত্তি হইবেক আমরা এতৎ লিখনাবসরে শুনিলাম যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল কুষ্ঠী ব্যক্তিদিগের বাস নিমিত্ত মুজাপুরে একটা স্থান দান করিয়াছেন এবং রোস্তমজি কায়াসজি ঐ নিমিত্ত খোলার ঘর নির্ম্মাণ করণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন ঐ সভা অর্থাভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তজ্জন্য সাহস করি যে দীন দরিদ্রকে অন্নদান করিলে ধর্ম্ম হয় এতৎ বিবেচনা পূর্ব্বক দেশস্থ লোকেরা অর্থদান করতঃ আনুকূল্য করিবেন। ঐ রোগী দীন ব্যক্তিরা অর্থাভাবে তাচ্ছল্যরূপে মৃতের ন্যায় রহিয়াছে এ অতি লজ্জাকর।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ২৬ নবেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ )

কটকে দুঃখি লোকেরদের উপকার।—সংপ্রতিকার ঝড়ে কটক ও বালেশ্বরে যাঁহারদের অত্যন্তানিষ্ট হইয়াছে তাঁহারদের উপকারার্থ চাঁদার টাকা রাখিতে শ্রীযুত মাকিন্টস কোম্পানি স্বীকৃত হইয়াছেন। আমরা অনুমান করি অদ্যপর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ষোল শত টাকার চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিরদের নাম নীচে লেখা যাইতেছে।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। | ... | ৫০০ |
| শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। | ... | ৫০ |
| শ্রীযুত জে সি ষ্টয়ার্ট সাহেব। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত জন ষ্টর্ম সাহেব। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত ডবলিউ আদাম সাহেব। | ... | ৫০ |
| শ্রীযুত আর সি জিন্‌কিন্স সাহেব। | ... | ২০ |
| শ্রীযুত এ টকর সাহেব। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী। | ... | ২০০ |
| শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু। | ... | ১০ |
| শ্রীযুত টর্টন সাহেব। | ... | ১০০ |
| | | ১৬৩০ |

( ৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ )

কটকের ঝট্‌কায় ক্ষতি।—…গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত এতদ্দেশীয় স্বাক্ষরকারিরদের নামব্যতিরেকে এই২ নূতন নাম দৃষ্ট হইতেছে বিশেষতঃ।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্য। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত। | ... | ১০ |
| শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত কানাইলাল ঠাকুর। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু গোপীচন্দ্র শীল। | ... | ১০ |
| শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ মুখ। | ... | ৫০ |

( ৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪ )

পশ্চিম দেশীয় দুর্ভিক্ষের প্রতিকার।—সংপ্রতি পশ্চিম দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধবার অপরাহ্নে টৌনহালে এক সভা হয়। বিশেষতঃ অপরাহ্ণ পাঁচ ঘণ্টা সময়ে ১৫০ জনেরো অধিক কলিকাতাস্থ প্রধান২ সাহেব লোক ও এতদ্দেশীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত ধনি মহাশয়েরা সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিশাপ সাহেব সভাপতি হন।...শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর...কহিলেন যে আমার এক জন মিত্র শ্রীযুত বাবু নীলমনি দেব ঐ কষ্টের সম্বাদ পাইয়া দীনহীন লোকেরদের আহারার্থ ৫০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকটে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরও আজ্ঞা করিয়া যান যে ঐ ক্লেশোপশমার্থ কলিকাতার মধ্যে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে আমার খরচেও ৫০০ টাকা দেওয়া যাইবে।...শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির দ্বারা যে চাঁদা হইয়াছিল তাহার এক ফর্দ্দ দেখাইলেন। ঐ ফর্দ্দে এই সকল ভারি টাকার সহী ছিল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| গয়কবরের উকীল শ্রীযুত বেণিরাম উদিতরাম হিম্মত বাহাদুর | ... | | ২০০০ |
| শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি | ... | ... | ১০০০ |
| শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির পুত্র | ... | ... | ৫০০ |
| কান্টনের দাদাভাই ও মাণিকজি রষ্টমজি | ... | ... | ৫০০ |
| শ্রীযুত ওয়ালজি রষ্টমজি ও কলনজি | ... | ... | ৫০০ |
| মির্জাপুরস্থ শ্রীযুত বাবু বংশীধর মনোহর দাস | ... | ... | ২৫০ |
| শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর | ... | ... | ১০০ |

( ২৬ নবেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ )

...পরমকারুণিক শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড বেণ্টীঙ্ক বাহাদুর যে এক "হিন্দু হাসপিতাল" পটলডাঙ্গায় স্থাপনকারণ মনন করিয়াছেন ইহা অতি উপকারক কেননা বিচক্ষণ ডাক্তর নিযুক্ত ও গুণকারি ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ হইবেক যাহাতে যাবল্লোকের অনায়াসে পীড়া ত্বরায় প্রতিকার হইলে প্রাণরক্ষা হইবেক।...

( ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬ )

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল লক্ষমুদ্রা বার্ষিক ব্যয়ে ডাক্তর ওসাগ্নসী সাহেবের অধীনে গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবিষয় আমারদিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে।

পাঠকবর্গ মনোযোগ করহ যে স্থূলাকায় এবং অতি মান্য জমীদারেরা পিত্রাদি শ্রাদ্ধে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন যাহাতে সাধারণ লোকের দুরবস্থার ন্যূনতা হয় এমত বিষয়ে কদাচ এক পয়সা দিতে পারেন না অতএব এই মহাত্মাব্যক্তির দানের মাহাত্ম্য যাহা এইক্ষণে জন মণ্ডলীমধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগ্য হইয়াছে। অনেক বিষয়ে জানা গিয়াছে যে এই বাবু বিধবা স্ত্রী গণের পরম বন্ধু কারণ কিয়ৎকাল হইল উক্ত বাবুজী বিধবাদিগের বিবাহার্থ অত্যন্ত উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের অনর্থক অভিমানদ্বারা এবিষয় সম্পন্ন হইল না। এই বাবুর এই প্রকার সৎকর্ম্ম অতিশয় প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং ইহাতে আমরা প্রত্যয় করি যে বিধবা গর্ভিণী স্ত্রীগণের মহোপকার এবং তদ্ভিন্ন স্ত্রীগণের অসংখ্য উপকার হইতে পারে। বাবুজী বিলক্ষণ অবগত আছেন যে হিন্দু স্ত্রীগণেরা বিধবাবস্থায় গর্ভবতী হইলে তাহার কুটুম্বাদির অতি অপমান হয় এবং সেই বিধবা চিকিৎসালয়ে গমনাপেক্ষা বরং প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়।

( ৫ মার্চ্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাল্গুন ১২৪২ )

শ্রীরামপুরের হাসপিটালের চাঁদা।—শ্রীরামপুরের চিকিৎসালয় স্থাপনেতে যে মহাশয়েরা অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত মতে আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। এই নগরস্থ অনেক মহাশয়েরদের অত্যন্ত বদান্যতা দেখিয়া পরমসন্তোষ জন্মিয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে চাঁদাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করেন নাই তাঁহারাও ঐ আদর্শদৃষ্টে স্বাক্ষর করিবেন।

| স্বাক্ষরকারিরদের নাম | দাতা | বার্ষিক | মাসিক |
|---|---|---|---|
| শ্রীরামপুরের গবর্ণমেণ্ট | | ৫০০ | |
| ডাক্তর মার্সমেন | ৫০ | | ৫ |
| ... ... | | | |
| জে সি মার্সমেন | | ৫০ | |
| ... | | | |
| বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় | ৫০ | ২৪ | |
| বাবু পেয়ারিমোহন রায় | ৫০ | ২৪ | |
| শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী | ৫০ | ২৪ | |
| বাবু গৌরমোহন গোস্বামী | ১৫০ | ৫০ | |

| স্বাক্ষরকারিরদের নাম | দাতা | বার্ষিক | মাসিক |
|---|---|---|---|
| বাবু গুরুপ্রসাদ বসু | ৫০ | ২৪ | |
| বাবু গুরুদাস দে | | ১২ | |
| বাবু রঘুরাম গোস্বামী ১।২ বা ৩ বৎসরের নিমিত্ত বিনা ভাড়ায় এক বাটী দিয়াছেন | | | |
| বাবু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় | | ১২ | |
| বাবু পীতাম্বর রায় | | ১২ | |
| বাবু আনন্দচন্দ্র রায় | | ১২ | |
| শ্রীমতী আনা মেসর্ | | | |
| বাবু বিশ্বম্ভর দত্ত ও জগমোহন দত্ত | | ১২ | |
| বাবু তারকনাথ চৌধুরী | | ১২ | |
| বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী | ১৬ | ১২ | |
| বাবু রাজকৃষ্ণ দে | ২০০ | ৩৬ | |

(২০ জুন ১৮৩৫। ৭ আষাঢ় ১২৪২)

জররোগের চিকিৎসালায়।—এতদ্দেশীয় যে ভূরি২ জরি দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসা-ভাবে মারা পড়িতেছে তাহারদের উপকারার্থ কলিকাতাস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যবর্ত্তি কোন এক স্থানে জররোগের চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য সাহায্য করিবেন। এতদ্দেশের মধ্যে যে সকল রোগে লোক মারা পড়ে তন্মধ্যে জররোগেই অধিক।

২০ মে তারিখে নেটিব হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিষয়ের বিবেচনা হইল। তৎসময়ে সদর বোর্ডের শ্রীযুত স্মিথ সাহেব এই বিষয়ে যে এক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখেন যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় লোকের আধিক্যপ্রযুক্ত এবং রোগের উপশমোপায়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এমত এক চিকিৎসালয় স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। কলিকাতার নক্শা অবলোকন করিয়া বিবেচনা করা গেল কলিকাতার নেটিব হাসপাতালের উত্তর দীর্ঘে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে তিন পোয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদের অট্টালিকা ও খড়ুয়া ঘরেতে একেবারে ব্যাপ্ত এই অতিআয়তন স্থানের মধ্যে গরনহাটার ঔষধালয়ব্যতিরেকে রোগোপশমের অন্য কোন উপায় নাই এবং ঐ ঔষধালয়ও মধ্যবর্ত্তি স্থানে নহে যদ্যপিও তাহা মধ্যস্থানে থাকিত তথাপি সাধারণ পীড়াজনকসময়ে তাহার দ্বারা ঔষধ যোগান কঠিন।

এই বিষয়ের নিমিত্ত যে টাকার আবশ্যক আছে তাহাতে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব কহিলেন যে নেটিব হাসপাতালে এইক্ষণে যেমন চলিতেছে এই খরচ দিয়াও মাসে